শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

পাঞ্চকল্যানীয

প্রথম বাক্যায়।

শ্রীমহেশচন্দ্র দাস দে কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীগৌরীচরণ পালের

হরিহর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন

হইবেক তাঁহারা

শ্রী দুর্গাচরণ মিত্রের ইষ্ট্রীটে

১০১ নাগাদ ১০৩ নম্বর বাটীতে

তত্ত্বকরিলে পাইবেন।

ইতি সন ১২৬৭ সাল তারিখ

২৩ আষাঢ় রোজ লক্ষীবার

আদ্য অক্ষরে চিত্রকাব্য।

নাথের শ্রীচরণ কর মন সার।
রিলে মানব দেহ নাহইবে আর॥
না করি যদিরহ নাহি ভজ তাঁরে।
মন আগেত লয়েযাবে কেশে ধোরে।
রাচরে আদি রক্ষাকরিতে নারিবে।
তগাদি দুতগণে নরকে ফেলিবে॥
রূপ আঘাতে হবে জীবনে কাতর।
স ব্যাস্ত করিবে শমন খরতর॥
থিক্য কেনমা মন ভবে আছভুলে।
রিবে যখন আয়ু জানিবে সকলে॥
বে কর পরাৎপরে যদি আরাধনা।
জিলে মানব দেহ জন্ম হইবেনা॥
বেচনা কর মন তিনি মুলাধার।
বি শশী হুতাশন গন নহে তাঁর॥
ন্তহ তাঁহার পদ যদি একবার।
বেত ধরায় জন্ম নাহইবে আর॥

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

পঞ্চকল্যাণী পাঁচালী গ্রন্থঃ।

শ্রবণে পবিত্র চিত্ত, বাল্মীকের সুরচিত, রামতত্ত্ব বোধ কাহিনী। রাবণে করি নিপাত, অযোধ্যাতে রঘুনাথ, রাজাহয়ে বসিলা আপনি॥ ভরত লক্ষ্মণ পরে, চামোর ব্যজনকরে, শিরেছত্র ধরেন শত্রুঘন। বামে বসিলেন সীতে, প্রজাবর্গে চতুর্ভিতে, করিতেছে মঙ্গলাচরণ॥ এথা যতমুনিগণ, করিলেন আগমন, রামদরশন করিবারে। লিখিয়া যানাব কত, মুনিগণ আইল যত, অগণন রামের দুয়ারে॥ অগস্ত্য পুলস্ত গর্গ, দুর্ব্বাশা গৌতম স্বর্গ, বিশ্বামিত্র গৌতম পরাসর। চাবন কৌণ্ডিল্য মুনি, ভরদ্বাজ মহাজ্ঞানি, শুকদেব লোমশ সগর॥ বাল্যখিল্য ভরদ্বাজ, কণ্বাদি মুনি সমাজ, পশ্চাতেতে ব্রহ্মার নন্দন। করে করি যন্ত্র বীণে, মুখে হরি মন্ত্র বিনে, নাহিকরে অন্য আলাপণ॥ বলে ওরে সোনবীণে রামসীতা নামবিনে, কি রূপেতে হবে ভবে পার। জব সদা সেইনাম, প্রাপ্তহবে মোক্ষধাম, ভবার্ণবে হইবে নিস্তার॥

গীতং। রাগিণী বাহার। তালকওয়ালি।

ওরে মন রঘুনাথ নাম কররে কীর্ত্তন। ভব পারে যেতে হবে, সঙ্গে কেহ নাহি যাবে, মাটির দেহ মাটি হবে অকারণ॥ ভাই বন্ধু সংসার, কেহ নহে আপনার, সকলি মিছে সংসার, সার নারায়ণ। যখন ছিলি জঠরে, বলে ছিলি বারে২, এবার গিয়ে ধরাপরে, করিব তাঁর সাধন॥

ছড়া। এইরূপে মনেরে বুঝান মহামুনি। অপরেতে হেরিবারে চলেন চিন্তামণি। যথা আছেন রঘুনাথ রত্ন সিংহাসনে। বামেতে জানকীদেবী আনন্দিত মনে॥ চামোর ব্যজন করেন ভরত শত্রুঘন। শিরেতে ধরিয়া ছত্র অনুজ লক্ষ্মণ॥ দেখি সভা মন লোভা রাজসভাস্থল। আগমন হৈলা মুনিগণেরা সকল॥ হেরি মুনিগণ রামসুখী মন হৈলা অতিশয়। পাদ্যঅর্ঘে মুনিসবে বসান ত্বরায়॥ করি দর্প রামচন্দ্র মুনিগণে কন। একা রাবণে সবংশ সনে করেছি নিধন॥ কুম্ভকর্ণ মেঘবর্ণ সমরে দুর্জ্জয়। যাহার বিক্রম অতুল পরাক্রম শক্যে নাহি হয়॥ হেন বীরসব করি পরাজয় দুই ভাই রণে। কেবা মোর সম হবে পরাক্রম এই ত্রিভুবনে॥ শুনি রাম বাণী যতেক মুনি নিরবে রহিল। মুনি অগস্ত্য শ্রীরামে ত্রস্ত ক-

হইতে লাগিল। শুন রঘুমণি রাবণেরে জিনি করিছ অহঙ্কার। তাহা হইতে আছে এক বীর অবতার॥ আউলঙ্কা ধাম, শতানন নাম, মহাধনুর্দ্ধর। তাহার ডরে এতিন সংসারে কম্পে থরথর। স্বর্গ মর্ত্ত আদি যত সবে কাঁপে ডরে। শতরাবণে তাহার রণে কি করিতে পারে॥ যদি তারে জিনিবারে পার রঘুনাথ। তবে বীরবর বট রঘুকুল জানিল যত মুনি॥ শুনিয়া এবাণী ঈশ্বর রঘুমণি হৈলা অতিশয়। সেউষ্ম কেমন করিব বর্ণন শুনহ সভায়॥

তখন শতস্কন্ধের উপর রামের উষ্ম কেমন।

যেমন বৈরাগীর উষ্ম বলিদানে। শিবের উষ্ম মদন বাণে॥ কৃষ্ণের উষ্ম কংসাসুরে। অর্জ্জুনের উষ্ম জয়দ্রথে॥ ইন্দ্রের উষ্ম রাক্ষসগণে। গরুড়ের উষ্ম সর্পগণে॥ যবনের উষ্ম গিরিগটেয়। হিরণ্যকশিপুর উষ্ম শ্রীকৃষ্ণেয়॥ বামনের উষ্ম শুক্রাচার্য্যেরে। গো-পীদের উষ্ম অক্রূরমুনিরে॥ ভগবতীর উষ্ম দানবপ্রতি। তেমনি রামের উষ্ম শতানন প্রতি॥

ছড়া। শুনি কোপে ভগবান, কহে মুনি বিদ্যমান শুনশুন যতমুনিগণ। কহিতেছি, প্রতিজ্ঞাকরি, গিয়া আউলঙ্কাপুরী, শতাননের বধিব জীবন॥ এতবলি রঘুনাথ, সাজিলেন তৎক্ষণাত, চারিভাই চলিলা সমরে। অঙ্গদাদি হনুমান, বিভীষণ জাম্ববান, নল

সজ্জা সকলেতে করে ।। বানরের কোলাহলে, চম
কীত ভুমণ্ডলে, শ্রবণে শ্রবণকরেন সীতে। রামপাশে
আসিকন, করি প্রভু নিবেদন, রণসাজ দেখি কিজ
ন্যেতে ।। কোথায় হবে গমন; কহশুনি বিবরণ; শু
নিয়া কহেনরঘুনাথ। আউলঙ্কাপুরে ধাম, বীর শঙ্খ
নল নাম, তারে রণেকরিব নিপাত ।। শুনহ জানক
তুমি, পূর্ব্বেতে প্রতিজ্ঞা আমিকরিয়াছি মুনিগণস্থা
এই পৃথিবীভিতরে, রাবণ নাম ধরে, সবংশে
বধিবতারপ্রাণ ।। শুনিসীতা হাসিকন, করিতেছোযে
নিবেদন, নাপারিবে তুমি মহাশয়। সিয়া সিছে পাছে
লাজ, হাসাবে মুনি সমাজ, শতানন তব বধ্য নয়
তথাচ অগ্রাহ্য করি, সমরে চলেনহরি, নাশুনিয়া সী
তার বচন। বীরগণ আস্ফালনে, ভূমিকম্প ক্ষণে
থর থর কম্পয়ে ভুবন ।।

রাগিণী বাহার। তালযৎ।

সমরে চলেন রাম সেনাগণ সঙ্গেলয়ে। হুহুঙ্কারে
কাঁপে ধরা বানর গর্জ্জন শুনিয়ে ।। কেহ ছাড়ে
সিংহনাদ, কেহ করে ঘোরনাদ, সারি২ চলেকপি
লাঙ্গুড়ে পর্ব্বতবান্ধিয়ে। মার২ সভেবলে, আস্ফা
লন করিচলে, বরিষার মেঘযেন মরুতে যায়
উড়ায়ে। মহেশচন্দ্র দাসে কয়, আকাশে তারা
শঙ্কাহয়, রামের সেনা শঙ্খ্যানাহয়, নাগিবকতবাড়ায়ে

করি উদ্ধার, দেববিনা সাক্তিকার, উদ্ধার কেকরে
এতভাবি সীতাসতী, ভদ্রকালীকরেস্তুতি, তংনগাপি
ভগবতী, উদ্ধার আমারে ॥ তুঁহি দেবী সারাৎসা
রা, ত্রিভুবনময়ী তারা, তুমি তারা নিরাকারা, শক্তি
সনাতনী। পার্ব্বতী পরমেশ্বরী, ছিন্নমস্তা ক্ষেমঙ্করী,
কালীতারা কামেশ্বরী, কালী কাত্যায়নী। কামরূপা
কলাবতী, কাশিশ্বরী দুর্গাবতী, কোথা ওগো হৈমব
তী, হরের ঘরণী ॥ এইরূপে কতস্তুতি, করে সীতা
গুণবতী, আশু আসি হৈমবতী, হইলা সদয়। কন
লহবর মনোনীত, যেবাবর মনোনীত, সেইবর দিব
ত্বরিত, কহিনু নিশ্চয় ॥ শুনি কন রামপ্রীয়ে, এই
বরদেহ হরপ্রীয়ে, রাম আছেন অচেতন হয়ে, রাব
ণের সমরে। যেন মনবধ্য হয়, তারেকর্ব্বির পরাজয়,
এইবর দিতে আজ্ঞা হয়, দেহ কৃপাকরে ॥ শুনি দেবী
হাসিকন, তববধ্য শতানন, তবখ্য হবে নিধন, তো-
মার করেতে। দিলাম আমি বরদান, করহ তথা প্র
য়ান, শতাননের বধিপ্রাণ, আন রঘুনাথে ॥ এতব
লি নিজশক্তি, প্রদান করেন শক্তি, দেবীবরে আত্ম
শক্তি, হইলেন সীতা। ঘুচিহেল ভয়ঙ্করা, লোলজি-
হ্বা ওসীধরা, রূপ হৈল মনোহরা, শ্রীরাম বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী সনে, হুহুঙ্কারকরিরণে, সমরে আ
নন্দ মনে, চলিলেন ত্বরা ॥ ভূমিকম্প হঙ্ক ঝম্পে,

সুরাসুর ত্রাসে কম্পে, দেখিয়া পলায় আতঙ্কে, দা-নব দৈত্যরা ॥ রথোপরে অধিষ্ঠাত্রি, চলিলেন জগৎকর্ত্রী, মার মার রবেসতী, প্রবেশে সমরে। হানহ করিরব, ধাইছে যোগিনীসব, হুহুঙ্কার করিরব, নৃত্য করি ফিরে। দেখি রাজা শুম্ভস্কন্ধ, রূপহেরি লাগে ধন্দ, জিজ্ঞাসে করি প্রবন্ধ ওসীত্তা গোচরে। কেবা তুমি উলাঙ্গিনী, পরিচয় দেহধনী, পরিবার করে সঙ্গিনী, আইলে রথোপরে ॥

গীত রাগিণী পরজ তালযৎ।

কারবামা উলাঙ্গিনী আইলে সমরে। নাহি লজ্জা একিসজ্জা পরিবারসঙ্গেকরে ॥ লোল জির্ভা ভয়ঙ্করা, রুধিরেখর্পরধরা, এলোকেশী ভয়ঙ্করা, পরিচয় দেহমোরে। কাহার রমণী হও, মোরে পরিচয়কও, সমরের সাধআজি ঘুচাব তোমারে ॥ মহেশচন্দ্র দাসেকয়, কৃপা কর মা আমায়, হোলে অন্তিমসময়, স্থান দিবে আমারে ॥ ধ্রুব।

ছড়া। শুনিয়া কোপিত হৈলা অসিতা রূপিনী। রণস্থলে অধিষ্টান হইলা আপনি ॥ অষ্ট সক্তি আবির্ভাব হইলা তখন। যার যেইবাহনেতে কৈল আগমন ॥ ময়ুরে কৌমারী বিষ্ণু গরুড় বাহনে। কমণ্ডলু করে ব্রহ্মা হংস আরোহনে ॥ শিবদূতী যমদূ

ন্দ্রী ইন্দ্রাণী ঐরাবতে। সাবিত্রী চামুণ্ডা আইলা সমর স্থলেতে॥ রণস্থল হৈলযেন ঘোর অন্ধকার। দেখি বীর শতাননের লাগে চমৎকার॥ কম্পেতে কম্প্রিভয় আতঙ্গ শরীর। শঙ্কাপায়ে পলাইয়া যায় মহাবীর॥

সে কেমন।

যেমন অর্জ্জুনের ভয়েপলায় বীর জয়দ্রথ। রাবণে দেখিয়া যেমন পলায় দেবরথ॥ সাধুগণে দেখি যেমন দস্যুতে পলায়। ব্যাঘ্র দেখি মরে যেমন পলাইয়াযায়॥ অলক্ষ্মী পলান যেমন লক্ষ্মী আগমনে। নির্জীব পলায় যেমন দেখি বজ্রবানে॥ গরুড়ে দেখিয়া যেমন পলায়নাগগণ। আচার দেখি অনাচার করে পলায়ন॥ রাক্ষসে পলায় যেমন দেখি হনুমানে। সেইরূপ পলায় রাবণ অসীতা দর্শনে॥

ছড়া। দেখি ভয়ে শতানন, করিতেছে পলায়ন চারিদিগে হেরে সীতারূপ। যেদিকে ফিরায় আঁখি অসীতার রূপদেখি, হেরি কোপে শতানন ভুপ॥ চিকুরাক্ষ সেনাপতি, দিলতারে অনুমতি, প্রথমেতে রণকরিবারে। বলেতার নাহি অন্ত, লইয়া সৈন্য সামন্ত আরোহিয়া চলে রথোপরে॥ বাদ্যবাজে সুগম্ভীর, সমরেতে চলেবীর, রণস্থলে অসীতা যথায় পরিপূর্ণ তমগুণে, অসীতা নাচিছেরণে, বেষ্টিত যোগিনীগণ তায়॥ দুইসৈন্য মিশামিশী, রণহয় অহ-

রূপী, কোন দৈত্য হানেতলয়ার। যতেক যোগিনী
গণে, হুহুঙ্কার করিরণে, সেনাগণে করিছে সংহার।
কারেবাকরেচর্ব্বন, নখেকরেবিনাশন, মুষ্টাঘাতেকাহা
রে সংহারে। কারেকরে পদাঘাত, এরূপে সৈন্য নি
পাত, দেখি কোপে চিকুরাক্ষবীরে॥ আসি অসীতা
গোচরে, কোপেতীক্ষ অস্ত্রমারে, ঘন২ ছাড়েহুহুঙ্কার
বাণ নাহি বিন্ধেগায়, আসিয়া পড়িছে পায়, মাতৃ
পদে করেনমস্কার॥ দেখিএরূপ আচরণ, বৃদ্ধসৈন্য
একজন, সৈন্যগণে কহিছে কাহিনী। নাহি কর রণ
আর, প্রাণলয়ে আগুসার, পলাই চল এনহে রমণী

রাগিনী সিন্ধু তাল একতালা।

ভাই চল২ করি পলায়ন। হেন অনুমান করি, এ
নহে সামান, নারী, ভবের ভবানীবুঝি হেনলয়মন॥
যে হেরি ইহার রূপ আহা মরি অপরূপ, ডুবিল
নয়নকুপ, হেরিয়া বদন॥ বামা বিকটদশনা, ভালে
শশী ত্রিনয়না, হুহুঙ্কারে অশ্ব করি করিছে নিধন।
মহেশচন্দ্র দাসে ভনে, হের মাতা অভাজনে, অকুলী
অধম আমি না জানি ভজন॥

হস্রা। চিকুরাক্ষ মহাবীর, সমরে হইয়া স্থির
দেবীপরে শোসে তীব, অতিশয় দাপে। দন্তে থর
কাঁপে ধরা, অধর হইয়া ধরা, থর২ কাঁপে ধরা,
বীরের প্রতাপে॥ বজ্র সক্তিশেল ধরে, হানিতেছে

দেবীপরে, ব্রহ্মাণী আসিয়া পরে, করিছে বিনাশ। বজ্রী করিছে রণ, শঙ্খচক্র করি ধারণ, দেখি সেনাগণ পাইল ত্রাস। হেনকালে মহেশ্বরী, চিকুরাক্ষ বীরে ধরি, খড়্গাঘাত করে তার শিরে। একচোটে কাটে শির, ভূমেতে পড়ে রুধির, দেখি সৈন্যগণ পলায় দূরে। হেনমতে পড়ে দৈত্য, দক্ষে কাটে স্বর্গমর্ত্তে, সৈন্যগণে করে বিনাশন। মুখ মেলি গ্রাস করে, চর্ব্বন করে কাহারে, নখে কারে করে বিনাশন॥ কারে মারে পদাঘাতে, কাহারে পাতে ভূমেতে, শূলাঘাতে ভেদ করে কার, চৌষাট্টি যোগিনী সব করে হুহুঙ্কার রব, শ্মশানেতে নাচিয়া বেড়ায়। ভৈরব নাচিছে ভাল, যেন প্রলয়ের কাল, কপালেতে অনল নিকলে। ছুটাছুটি চটাচটি, আস্ফালনে কাঁপে মাটী, ক্রোধে মুখ হইতে অনল নিকলে। দেখিয়া বিষম রণ, ভয়ে ভগ্ন সৈন্যগণ, শতানন নিকটেতে কয়। চিকুরাক্ষ হত রণে, শুন রাজা সাবধানে, সে বামা সামান্যা বামা নয়॥

রাগিনী অহং সিন্ধু তাল ঠেঁকা।

মহারাজ সে বামা সামান্য বামা নয়। হেন অনুমান করি দেবতা নিশ্চয়। তব যত সৈন্যগণ হুহুঙ্কারে করে নাশন' ভয়ে করি পলায়ন, আমরা আরায়। মৃত সব হস্তী হয় কটাক্ষে বিনাশ হয় হেন

হনুমান, করি রণে পরাজয়॥ মহেন্দ্র বিরচন, ভক্তি করি নিবারণ, দেওনাক সে সমরে, যদি বাঁচিবে নিশ্চয়। তথা দৈত্য যোড় করে, কহে রাজার গোচরে, শুনি রাজা কোপ ভরে, কহিছে রাবণ। সামান্য দেখিয়া নারী, ভয়ে পলায়ন করি, কোন লাজে আসি ফিরি কহিলা বচন॥ আমি রাজা শতানন, জয়ী হই ত্রিভুবন, স্বর্গমর্ত্ত ত্রিভুবন, সবে কাঁপে ডরে। যম মম আজ্ঞাকারি, দেবগণ আদি করি, থাটে সবে মমপুরী, শুন যত চরে॥ এতবলি ক্রোধ ভরে, আপনি সুসাজ করে, আরোহিয়া রথোপরে, সমরে চলিল। হেনকালে রাজ রাণী, করি কর জোড় পাণি, রাবণেরে কহে রাণী, বিপদ হইল। হেন অনুমান হয়, সে বামা সামান্য নয়, শুনহ মহাশয়, জেওনা তার সমরে। কেন লোক হাসাইবে, বিপদে মোরে ফেলিবে, গেলে রণে না আসিবে, বুঝি এই বারে॥ কল্য আমি রজনীতে, স্বপ্ন দেখি আচম্বিতে, যেন বামার করেতে, তোমার নিধন। অতএব প্রাণনাথে, দিব্য কর হাত দিয়ে মাথে, যেওনাহে সমরেতে, রাখ অধিনী বচন॥ পুনঃ রাণী পরে, যত বুঝায় রাবণেরে, মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধি নাখায়। নাহি শুনে রাণীর বোল, কোপে রাজা উতরোল, মৃত্যুতে

দিয়াছে কোল, রাণী নাহি জানে কায়। রণস্থলে শতানন, করিলেক আগমন; সঙ্গে সেনা অগণন সবে মারে বাণ। দৃষ্টী নাহি চলে আর, বাণে হৈল অন্ধকার, দেখি সব চমৎকার, মানে দেবগণ॥ আগু হইল বিশ্বমাতা ও সীতা রূপিণী সীতা, সঙ্গে শক্তি অবির্ভূতা হইলা সকলে। রণ দেখি দৈত্যদল সবে হাসে খলং, সবে আসি করে বল, রাবণ সৈন্য দলে। রাবণ কুপিত মনে; খরতর বাণ হানে, দেবী অঙ্গ স্থানেং রক্ত ধারাবয়। কিংশুক পুষ্পের যেন, অঙ্গে রক্ত ধারাহেন, ও সীতা ক্রোধিত মন, হইলা অতিশয়॥ রাম প্রীয়ে ক্রোধ মনে, ধরি তলে শতাননে, যত সব ভূজাসনে, করিল ছেদন। ধরি পদ অপরেতে, কাটি পড়ে তীক্ষ্ণঘাতে, শত মুণ্ড খণ্ডং করিল তখন॥ অন্তিম সময় জানি, শতানন নৃপমণি, স্তব করে যুড়ি পানি, মায়ের গোচরে। বলে রক্ষমেং তারা, জগৎকর্ত্রী জগতহরা, দেবী হব মনোহরা, দয়াকর মোরে॥ লহং লোহ জিহ্বা করাল বদনী। করাল বদনী রামা কামিক্ষা রূপিনী খরতর খড়্গিনী খট্টাঙ্গ শুবচনী। গণেশ জননী গৌরী গতি প্রদায়িনী॥ ঘৃণ নাহিকর মোরেডাকি ঘনং। চণ্ডীকা চরণে স্থান দেহ এইক্ষণ॥ ছলাবতী ছল করি না ছলহ মোরে। যন্ত্রণা জাতনা কেন দেহ

রারেহ। ঝটিত হইল মৃত্যু দেখ এইবার ॥ টঙ্কিনী
ানিয়া ভবসিন্ধু কর পার। ঠাকুরাণী ঠেলি ঝাঁপ
রণে আমায় ॥ ডুবিযাছে দুঃখের সাগরে এইদায়
লাচল হইনু মা চলেতে পড়িয়া। ত্বরায় কুলেতে
মারে দেহ গো তুলিযা ॥ থরহ কাঁপে প্রাণ স্থগিত
া হয়। দুর্গতি নাশিনী দুর্গা ত্বরাও ত্বরায়। ধুমা-
ী ধনেশ্বরী ধরণী ধারিণী। নমঃ নারায়ণী নিত্য
দৈত্য নাশিনী ॥ পার্ব্বতী পর্ব্বত সুতা পশুপতি
প্রযে। কুল্লার নয়নে দুর্গা চাহগো ফিরিয়ে ॥
রেহ হল কবি কৈলে কত রণ। ভয়েতে তোমার
দে লইনু শরণ ॥ মুক্তকেশী মুক্ত কর এভব বন্ধনে
ম্ম নাহি হয় যেন এভব বন্ধনে। রক্ষহ রক্ষ হাতে
গো রণ প্রীয়ে ॥ লইনু শরণ মাতা অভয় ভাবিয়ে
র বিমর্দ্দিনী শীবা শম্ভু সনাতনী। ষড়ভুজা সনা
নী শক্তি সনাতনী। হরহ সকল দুঃখ ওগো হর
য়ে। ক্ষুব্ধ হইলাম দুঃখ ভাবিয়ে ভাবিয়ে ॥
হতেহ তবে রাজা শতানন। হেরিতেহ মার যুগল
ণ। দেহ হৈতে পঞ্চভুত বাহির হইল। আনন্দে
সীতা দেবী নাচিতে লাগিল। চৌষট্টি যোগিনী
ন শক্তি অষ্টজন। আনন্দেতে নৃত্য করে হইয়া
ন ॥ রণস্থল হইল যেন ঘোর অন্ধকার। দেবী
ভরে ক্ষিতি হতেছে বিদার ॥ দেখি ইন্দ্র চন্দ্র

সবে মনে পাইয়ে ভয়। ও সিতা গোচরে ক
করিয়া বিনয় ॥

রাগিনী বেহাগ তাল পোস্তা।

মা সদয়া হও গো জননী। পৃথিবী মণ্ডল কম্পে
থর২ বাসুকী সহিত কাঁপিছে মেদিনী॥ ত্রলোক
বুঝি যায় এইবার, যক্ষরক্ষ নর হইল সংহার, মা
কৃপা করি ক্ষেম এইবার, নহে সব সৃষ্টি যায়
এখনি। মহেশচন্দ্র ভনে করিয়া মিনতি, অন্তিমে
স্থান দিবে ওগো সতী, করিয়ে মিনতি, রাখ
ভারতী, ভয়ে থর২ কাঁপয়ে পরাণী।

ছড়া। দেবগণ স্তবে তুষ্টা ওসিতা হইয়া তুষ্টা।
নিত্যময়ীর নিত্য নিবারণ।সহেক যোগিনী
হইলা সবে অদর্শন, শক্তিগণ করিলা গমন॥ রা
আদি সৈন্যগণে, ওসীতা দেখি নয়নে, থরক
কৈল সবাকারে। সীতার স্পর্শন পায়ে, রাম আ
চারি ভায়ে, সৈন্য আদি উঠিল সত্বরে, মার২ শব
করি, উঠে সৈন্য ধনু ধরি, দেখে ভূমে পড়ে সত
নন। মৃত হস্তীযুথে২,ভেসেযায়থরস্রোতে, হয়
নাহয়গনণ। দেখিয়া বিস্ময় রাম, অখিলভুবন ধা
জিজ্ঞাসেন জানকীর প্রতি। করি মহা ঘোর রণ
কে বধিল শতানন, স্বসৈন্য লোটায় দেখি ক্ষিতি
শুনিসলজ্জিতা ভীত, ওসীতাহইলসীতা, লাজে কে

রিলা মদন, হেনকালে সুরগণ, রামে করে নিবে-
দন, শুনিয়া বিস্ময় নারায়ণ। অপরেতে রঘুবর,
সৈন্য সহিত তৎপর, অযোধ্যাতে করিলা গমন।
রাম আগমন দেখি, প্রজাগণ হয়ে সুখী, করে পরে
মঙ্গলাচরণ॥ রত্ন সিংহাসন পরে, বসিলেন রঘুবরে
সীতা বসিলেন বামে আসি। কি কব সে রূপ
শোভা, অপরূপ মনোলোভা, তারা মাঝে যেন
কোটি শশী।

রাগিনী পরজ তালযৎ।

রামের বামেতে আসি সীতা বসিল। মেঘের
কোলেতে যেমন বিদ্যুৎ শোভিল॥ কি কব সেরূপ
শোভা, অপরূপ মনলোভা, যেন সৌদামিনী আভা
মেঘে হইল। তুলনা কি দিব তার, অপরূপ শোভা
তার, যে হেরয়ে একবার, মুর্চ্ছাগত হইল।

উষাহরণ নামক পাঁচালি।

ব্যাস দেব বিরচিত, উষাহরণ নাম গীত, কৃষ্ণ
লীলা অপূর্ব্বকথন। বাণ রাজার নন্দিনী, উষাবতী
নামে ধনী, রূপে গুণে অতি সুলক্ষণ॥ এক দিন
রজনীতে শয়নে আছে সুখেতে, অপূর্ব্ব পালঙ্ক
শয্যা তায়। কৃষ্ণের পৌত্র যেই, অনিরুদ্ধ নামে
সেই স্বপনেতে হেরিল তাহায়॥ নিদ্রা ভঙ্গে অদ-

র্শন; হইল কন্যা অচেতন, কাম বাণ আসিয়া বি ন্ধিল। যেন মণিহারা ফণী, মূর্চ্ছাগত হইল ধনী আকাশ হৈতে ধরণী পড়িল॥ কোথায় বসন তা কোথা গেল অলঙ্কার, সিহরিল কন্দর্পের বাণে নয়নেতে বহে জল; মন হইল চঞ্চল, ওষ্ঠাগত হই জীবনে॥ চিত্রলেখা চিত্রকলা, চিত্রাবতী চিত্রমা সহচরী গণে দেখে আসি। তদন্ত জিজ্ঞাসা করে যত সহচরী পরে, কিকারণে ধরায় রূপসী॥ শুনি স্বপ্ন কথা ধনী, সুনায় যত সঙ্গিনী, যে রূপেতে সঙ্গম করিল। স্বপ্ন যত আদ্যঅন্ত; কহিল সব তদন্ত শুনি সবে বিস্ময় হইল॥ চিত্রলেখা সহচরী, কহি ছে প্রবোধ করি, শুনহ ওগো ঠাকুরাণী। তব মন চোরা যেই, মিলাইয়া দিব সেই, ভেবনাক ওগো বিনোদিনী॥

রাগিণী বসন্ত তাল যৎ।

বধুরে না হেরে প্রাণ বাচেনা আমার, চিত্রলেখ চিত্রপটে লিখে দেখাও একবার, মন হলো চঞ্চল উপায় কি করিবল, নয়নেতে এসে জল, প্রাণ বাঁ হল ভার, সপনেতে দিয়ে দেখা, বঁধু হইল অদেখা হারাইলাম প্রাণ সখা, হলো বিরহে বিকার মহেশচন্দ্র দাসে বলে, সবুরেতে মেওয়া ফলে, পা লো দিনকত গেলে সেই প্রেম কর্ণধার॥

দুঃখে। চিত্রলেখা প্রবোধকরি,কহে ঊষার করেধরি শুন ওগো রাজকুমারী, ক্ষণেক ধৈর্য্যধর। আনিদিব নেনাগরে, কহিলাম গো তোমারে, কেন আরবারে ২রে, আলাতনকর॥ এতবলি চিত্রপটে, লিখেধনী অকপটে, যতদেব পাটে২, ইন্দ্র চন্দ্র আদি। কুবের আর হুতাশন, অতঃপরেতে পবন, মহীষে যম আ-রোহণ, হংসপরে বিধি॥ অশ্বিনীকুমার বরুণ, সপ্ত অশ্বেতে অরুণ, আরযত দেবগণ, লিখিলা বিস্তর। কেহমন নহেতার, পুনঃলিখে আরবার, কৃষ্ণের দশ অবতার, অতি মনোহর॥ রাম রাবণের রণ, কেশী কংস বিনাশন, শুম্ভ নিশুম্ভ নিধন, সুগ্রীব বালিবার শ্রীকৃষ্ণের বংশ অপরে, পুন চিত্রপটকরেঃ কৃষ্ণের পুত্র কন্দর্পেরে, লিখিলা যখন। স্বপ্তর জান তাহে ন্দেরি, মাত্রেতে নন্দকুমা[illegible] দেখি যত সহচরী, চমকীত মন॥ অনিরুদ্ধে তারপরে, লিখেসখী যত্নকরে লখিয়া ধনী নিহরে, নিজকান্তে হেরি। বলে ধনী কহয়েছে, এই মম প্রাণনাথে, ইহারে দেখি স্বপ্নে-তে, বিরহেতে মরি॥

গীত রাগিণী সুরট। তালহৎ।

এনেদেও প্রাণনাথে বিনয়করি। সপনে দেখে ইহারে ধৈর্য্য আরধরিতেনারি॥ মিনতিকরিয়া বলি, ত্বরায়যাওগো তথায়চলি, এনেদেখা

সেনাগরে নহে প্রাণেতেমরি। সেই মোর প্রাণধন, তারতরে রহে জীবন, নহে প্রবেশী জীবন, বুঝি এইবার মরি॥

শুনিকহে সহচরী, শান্তহওগো সুন্দরী, চলিলা এই আনিতে নাগরে। এতবলি চিত্রাবতী, রজনী-তে করেগতি, দ্বারকানগরেধীরে২॥ যথায় করি শ-য়ন, আছে কৃষ্ণেরনন্দন, যোগাসনে হরণ করিল। নিদ্রাগত অচেতন, শর্য্যাসহ ততক্ষণ, উষার নিকটে আনিদিল॥ দেখি উষা স্বীয়কান্ত, আনন্দে হইল ভ্রান্ত, করেতে পাইল যেনশশী। কিরূপ আনন্দতা একমুখেবলাভার, অধরেতে নাহিধরে হাসি॥ হ ঠাৎচক্ষুপাইলে অন্ধ, যেমন হয় আনন্দ, মণিপাতে আনন্দিত ফণা। বৃকোদর পাইলে রণ, যেন হরষি-ত মন, দৈবকী পাইয়া যদুমণি॥ মরাপুত্র পাইলে জীবন, সুখীতার জননী যেমন, দগ্ধেবার কোটাল যেমন। সেইরূপ ঊষাবতী, পাইয়া কামসন্ততি, হ ইল ধনীহরষিত মন॥ ক্ষণেককাল বিলম্বেতে, নিদ্রা ভঙ্গ আচম্বিতে, অনিরুদ্ধ চারিদিক হেরে। দেখি ধনী কহেতায়, কেহে তুমি রসরায়, অকস্মাৎ আ মারি মন্দিরে॥ শুনি ধীরে২ কয়, অনিরুদ্ধ মহাশয় আচম্বিতে কেবা এথায়আনে। শয়নেতে নিজালয় আছিলাম আমি নিদ্রায়, সত্যকরি কহমোর স্থানে হাসিয়া কহে কুমারী, সপনে মনকরে চুরি, পুন-

হইয়া ছিলে নিজালয়। অনেক যতনকরে, আনিয়াছি চোরেধরে, কিবাদণ্ড দিব আমিতায়॥ শুনিয়া কহে কুমার, শুনধনী বলিসার, প্রেমডোরে করেছে বন্ধন। বক্ষে চাপি কুচগিরি, কারাগারে বন্ধি করি রাখিদেহ উচিত যেমন॥ এইরূপে দুইজন, করে কথোপকথন, ক্রমে প্রেমেবদ্ধ দোঁহেহয়। এইমতে কতদিন, দোঁহেহয় প্রেমাধীন, শুন অপরেতে যাহা হয়॥ একদিন অদ্ধনিশি, নাগর নাগরীবসি, দোহে কহে প্রেমেরকাহিনী। হেনকালে দৈবেতথা, শ্রবণ করিল কথা, আচাম্বতে বাণনৃপমণি॥ পুরুষেরস্বর শুনি, রোষান্বিত দৈত্যমণি, রাণীরেকহিল সবকথা কন্যাগৃহে রাণীযায়, দেখে দারবদ্ধতায়, দারখোল ডাকে রাণীতথা॥ সর্বনাশ দেখেধনী, গৃহে আছে গুনমণি, কেমনেতে দারখুলেদিব। কোথায়হে মধুসূদন, রাখ বিপদে এখন, তোমাবিনে কে আর বান্ধব॥ কোথাহে বিপদহরি, রক্ষএবে কৃপাকরি প্রহলাদে রাখিলে যেমন স্তম্ভে। যেমন রেখেছিলে দ্রৌপদীরে, বিবস্ত্রকরিতেনারে, দুশাসন সর্বজনা সম্ভে॥ এইরূপে বারেং, ডাকেধনী শ্রীহরিরে, অন্তরীক্ষে হৈল দৈববাণী। শ্রবণে শুনিলাসতী, অনিরুদ্র ভবগতি, আমিবরদিলাম আপনি॥ বরপায়ে মনোনীত, হৈলদোহে হরষিত, দারখুলেদিল ততক্ষণ। হেরে নীর পশ্চাতেতে, অনিরুদ্র আছেবসে

রাণীসে করিল নিরক্ষণ ॥ দেখে সর্ব্বনাশ রাণী, হ-ইল কন্যা স্বেচ্চারিণী, সত্য রাজা যাহাবলেছিল। ক্রোধে পরিপূর্ণ রাণী, কন্যাপ্রতি কহেবাণী, তোর অদৃষ্টে এইকি হইল ॥

গীত রাগণী পরজ। তাল আড়াখেমটা।

ভাল রাজার কুলহাসালি। ওলো কলঙ্কিনী এইকরিলী। সাপ্তুলেরআলয়েএখন যোগে নৃত্য আরম্ভিনী ॥ কতশত নৃপবরে, রাজার মান্যমানকরে, ইন্দ্রচন্দ্র আদিকরে, যারে যারে কৃতাঞ্জলি। এইকি তোর মনেছিল, পিরিতে প্রবর্ত্তহলো,ঘৃণাকিছুনাহইল,কুলে তুলে দিলি কালী ॥

রাণীহয়ে ক্রোধান্বিত, রাজারেডাকে ত্বরিত, দেখে কন্যা পুরুষের সহ। কোটালে ডাকিয়া আনি, কহে তবে নৃপমণি, চোরে শীঘ্র ধরিয়া আনহ ॥ রাজার আরতিপায়, শতহ দূতধায়, অনিরুদ্ধেরকরিল বন্ধন যথায় বসিরাজন, চোরে আনি দূতগণ, হাজির করিল ততক্ষণ। দেখিরাজা ক্রোধেকয়,কারাগারেত্বরা লয়, রাখগিয়া করিয়া বন্ধন ॥ যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, উপযুক্ত প্রতিফল, দিলেন আপনি নারায়ণ ॥ এতশুনি অনুচর, কুমার লয়ে সত্বর, কারাগারে বন্ধনে রাখিল। ক্রমেতে প্রভাত নিশি, উঠিলা দ্বারকাবাসী, পরস্পর সকলে উঠিল ॥ হেনকালে

নারদমুনি, বীণাযন্ত্রে হরিধনী, বাণরাজায় নিবা-
সেতে যায়। দেখি রাজা মুনিবরে, পাদ্য অর্ঘে তে
তৎপরে, সিংহাসনে মুনিরে বসায়॥ কহিছে নারদ
মুনি, কিকারণে নৃপমণি, দেখিতেছ বিরসবদন। বি
শেষিয়া কহতত্ত্ব, শুনিব ইহার তত্ত্ব, তত্ত্বাতত্ত্ব বুঝিব
এখন॥ শুনি বাণরাজা কয়, কিকহিব মহাশয়, অ-
নিরুদ্ধ নামে কৃষ্ণপৌত্র। বিধিঘটাইল তারে, সেই
এতদিন পরে, আসিয়া হইল মমশত্রু॥ সতীত্ব সে
তনয়ার, নষ্টকৈল দুরাচার, কোপে রাখিয়াছি কা
রাগারে। কিকরি এখনতায়, বলহ মুনি ত্বরায়, উ-
পদেশ বলহ আমারে॥ মনেং মুনিভাবে, হইয়াছে
ভালতবে, তুমিগেলেদেবেরনিস্তার। মুখেতেকহিছে
মুনি, শুনহ দৈত্যমণি, উপদেশশুনহআমার॥ বন্ধন
করিয়া তারে, রাখিয়াছ কারাগারে, ভাল করিয়াছ
দৈত্যপতি। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র, তার পৌত্র অ
নিরুদ্ধ, বড়দুষ্ট সেইজন অতি॥ রাখিয়াছ ভাল
হোলো, যেমনকর্ম্ম তেমনিফল, এতবলি বিদায়মুনি
বর। মুনির স্বভাব কুন্দলে, দোকাটি বাজায়েচলে
আরোহণ করি ঢেকীপর॥ দ্বারকাধাম যথায়,
মুনিবর তত্রধায়, উপনীত কৃষ্ণের নিবাস। নারদে
দেখিয়া হরি, বহু অভ্যর্থনাকরি, বসিতে আসনদেন
শ্রীনিবাস॥ ক্ষণেক বসিয়া মুনি, কহেশুন চিন্তামণি
শ্রীমনাথ ত্রৈলোক্যঈশ্বর। কথানিন্দ। সেইস্থানে,

ত্যাগকরেসাধুগণে, মস্তকছেদন যোগ্যতার ॥ আজি প্রভাতসময়, গিয়াছিলাম বাণালয়, দেখিলাম অন্যায় বিচার। তবপৌত্র অনিরুদ্ধ, রাখিয়াছেকারবদ্ধঃ জিজ্ঞাসিনু সবসমাচার ॥ তারকন্যা উষাবতী রূপেতে সুন্দরী অতি, অনিরুদ্ধ প্রেমেপড়ে তার একদিন দৈবযোগে, তবপৌত্রে যোগেযাগে, ধরিয়া রেখেছে কারাগার ॥ আমি মানাকৈনু তারে কটুউক্তি করিমোরে, ভৎসনাকরিল বারেং। এত যদি বলেমুনি, শুনি কোপে চক্রপাণি, কহিতেছে নারদ গোচরে ॥ আমিহই জগৎপতি, ত্রিভুবনে করে স্তুতি, মনস্থানে করে সেইগর্ব্ব। স্বর্গমর্ত্ত ত্রিভুবনে, সকলে আমারে মানে, আজিতার করিবপর্ব্ব ॥ এতেক তাহারসাধ্য, কারপৌত্রে করে বদ্ধ দেখিব কেমন সেইজন। এতেকবলিমুনিরে, বিদায় করিয়া পরে, রণসাজ সাজেন তখন ॥ পরে হরি অন্তঃপুরে, গিয়াতবে রুক্মিণীরে, পৌত্রেরসম্বাদ জানাইল। বাণরাজার কারাগারেঃ বন্দিয়াছে বন্দিঘরে এইতত্ত্ব নারদ কহিল ॥ একথা শুনিরুক্মিণীঃ ক্রন্দন করেন ধনীঃ প্রবোধকরেন হরিতায়। রোদন কর নিবারণঃ আমিযাই করিতে রণ, দেখিব কেমন দৈত্যরায় ॥ এতবলি দূতগণে, ডাকিহরি সযতনে সাজিবারে দিলা অনুমতি। কৃষ্ণের আরতি পা যদুগণ সাজে ত্বরায়ঃ পশ্চাতেতে চলে যদুপতি।

দারুক রথ আনিল, নানারত্ন নিম্মাইল, কৃষ্ণ হবে কেলা আরোহণ। করিমহা কোলাহল, চলে যত যদুকুলঃ উপনীত বাণের ভবন॥ যথায় সমরস্থলঃ মিলে আসি যদুদলঃ মহাসিংহনাদশব্দ করে। দেখি বাণ দৈত্যরায়ঃ দেখে হরি আগতপ্রায়ঃ মনে মনে ভাবিল অন্তরে॥ কেমনে জানিলা হরি, অনিরুদ্ধ যমপুরীঃ বুঝি সম্বাদ কহিয়াছে মুনি। নারদের না রদে গোলঃ সদাবাসে গণ্ডগোল, সর্ব্বনাশ করেছে আপনি॥ তিন অক্ষরে নারদমুনি, লেটাবাদাবার ধ্বনি, তিন অক্ষরের কিছু ভালনয়। লাঞ্ছনা লাফা লাফি, নাএরদোষ এইদেখি, রয়ের দোষ শুনহ নিশ্চয়॥ রয়েতে সদা রোদন, রোদনে কক্ষোত্যাগহন দয়ের দোষ দর্পহয় পরে। দর্পেনর ছারখারঃ সমূলে হয় সংহার, সকলেতে নিন্দে নারদেরে॥ সে আসি প্রমাদ ঘটিলঃ বুঝিকি বিপদহোতেলো, কৃষ্ণের হাতেরক্ষা কেকরিবে। যদি আসি ত্রিলোচনঃ এদুঃখ করেন মোচনঃ নহেদেখি বিপদহইবে॥ এতভাবি দৈত্যরায়, নির্জ্জন স্থানেতেযায়ঃ শিবলিঙ্গগঠে মন্ত্র হর। পূজে ষোড়শ উপহারে, নৈবেদ্যদ্রব্য সহস্রারে, গালবাদ্য করি ডাকে হর॥

গীত রাগিণী দেওগিরি। তাল যৎ।

কোথায় কৈলাস ঈশ্বর। বম বম হর হর
ওহে দিগম্বর॥ আমিঅতি অভাজনঃ না

জানি ভজন সাধনঃ কৃপাকরি ত্রিলোচন, হের একবার। কোথাওহে কাশীকান্ত, দেখা দিয়া করশান্ত, নিকটহলো কৃতান্ত, তারোহে তারকেশ্বর॥ মহেশচন্দ্র দাসেবলে, পড়িয়া ছি অকুলে, চরমেতে পদতলে স্থানদিও নকুলেশ্বর॥ ধুবং॥

পূজে শিবে দৈত্যপতিঃ নানামতে করেস্তুতিঃ হ মম দুর্গতিঃ জাগিএকবার। ওহে প্রভু কাশীশ বাঞ্ছাপূর্ণকর হররা দেহ মনোনীত বরঃ অনাদী ঈশ্বর তংনমামি গঙ্গাধরঃ হরদুঃখ দিগম্বর কোথা ওহে কাশীশ্বরঃ দেহদরশন। নাহিজানি স্তবস্তুতিঃজানি অতি মূঢ়মতিঃ কৃপাকর পশুপতিঃ পতিতপাবন॥ এইরূপে স্তবকরেঃ দৈত্যপতি সকাতরেঃ ঘনঘোর স্বাদাকরেঃ স্মরি ভূতনাথ। রহিতে নারিলা আর করিলেন আগুসারঃ হয়ে বিপ্রের আকারঃ হইলা সাক্ষাৎ॥ যথাবসি দৈত্যপতিঃ করিতেছে শিবের স্তুতিঃ হয়ে ব্রাহ্মণ মুরতীঃ দিলা দরশন। ছদ্মরূপে মহেশ্বর, বলেবৎস লহবরঃ যাহাইচ্ছা সেইবর দিবহে এখন॥ শুনিবাণ কতুহলেঃ দেখিলনয়নমেলে করযোড় করিবলে, শিবের অগ্রেতে। পড়িয়াছি দুঃখনীরেঃ তোমাবিনে কেবাতারেঃ আপনিযাইবে পারে কৃষ্ণের রণেতে॥ শুনিকন শূলপাণিঃ অথচ্ছ ধাইব আমিঃ ভয়নাহি দৈত্যমণি তাহার কারণ।

কৃষ্ণের সহিত রণঃ করিছেন ত্রিলোচনঃ এপায় কে
বীর মনঃ উচাটন হয়। দ্রুতগতি আসিপদেঃ
নিবারণ করেঃ কহিছেন গঙ্গাধরেঃ করিয়া বিনয়

গীত রাগিণী ললিত। তালধ্রুপদ।
ওহে পশুপতি করিছেমিনতি। করিছসমর কাহার
সংহতি। ইনি নারায়ণ বাঞ্ছাকল্পতরুঃ আমার
গুরুরগুরু তোমার পরমগুরুঃ নিবেদন করি কর
কৃপাঙ্কুর কঃ ক্ষন্তহওরণে করিহে প্রণতি॥
যদি ক্রোধকরেন দেবশ্রীনিবাসঃ তবে এসং
সার হইবে বিনাশঃ মহেশচন্দ্র ভয়ে ওহে
কৃত্তিবাসঃ অম্বিমেহেপদতলে দিবেস্থিতি।
দেবীর বচনেতবে শুনি বিশ্বনাথ। শ্রীকৃষ্ণের প
তলে করেন প্রণিপাত॥ নাজানি করেছি রণ ম
মহাশয়। মমদোষ মাজ্জনা করিবে দয়াময়॥ শু
নিরা সন্তোষমনে কন গদাধর। আমার পরম
তুমি বিশ্বেশ্বর॥ এতবলি পদতলে পড়েননারায়
উভয় উভয়ের প্রতি দেন আলিঙ্গন॥ হর বলে
সমরেতে কার্য্য নাহি আর। তব পৌত্রসহ বি
দেওব উষার॥ এতবলি বাণেরে কহেন ত্রিলোচন
ক্ষেন্তহও সমরেতে নাহি প্রয়োজন॥ ত্রৈলোক্যঈ
শ্বর হন প্রভু নারায়ণ। ইহার সমবেসব হইবে নি
ধন॥ এক উপদেশবাক্য শুন বাছাধন। আপন

। অনিরুদ্ধে দেহদান ॥ সকল মঙ্গলহবেকার্য্যের
এল ॥ সর্বদিক রক্ষাপাবে শুন বাছাধন ॥ বাণ
ণ শুরবাক্য খণ্ডন কেকবে। অবশ্য বিবাহ দিবা
ক তনয়ারে ॥ এতবলি অনিরুদ্ধে করি আনয়ন
কন্যার ছুহীতারে করে সমর্পণ ॥ নানাবাদ্য বা
হছে মঙ্গল বাজনা। নৃত্যঘরে নৃত্যগীতে গায়
রাঙ্গনা ॥ নহলত বৈসে বালাথানার উপর। অ-
নরুদ্ধে উষার করেতে দিলকর ॥ শুক্রাচার্য্য মন্ত্রপা
পড়ায় সাদরে। অনিরুদ্ধে ইকলদান নিজ কন-
কে ॥ বাসর ঘরেতে আসি যতেক নাগরী। রূপে
দ নিন্দিত যেনস্বর্গবিদ্যাধরী। রহাশুকরিছেকেহ
পতি সহিতে। কেহদেয় উষায় আনি বরের কো-
লেতে ॥ এইরূপ বাসর ঘরেতে যাগ না যামিনী
প্রভাত হৈল উদিততপন ॥ অপরেতে সৈন্যসহ দে
ব পরিবারগণ॥ পৌত্রবধূ পৌত্রলয়ে করেন গমন ॥
মঙ্গলাচরণ করি যতেক রমণী। উষাসহ অনিরুদ্ধে
লয় যত্নধনী ॥ অন্তপুরে লইল যতেক নারীগণ।
অনিরুদ্ধে পায়ে সুখী রুক্মিণী তখন। সে কেমন।
যেমন মণিপায়ে ফণী। বিদেশীপতি পায়ে রমণী
নয়নপায়ে অন্ধ। কৃষ্ণপায়ে নন্দ ॥ মৃতপুত্রপাইয়া
জননী। সনপাইলেশকুনি ॥ রণপাইলে বীর। জে
ন্ম পাইলে শরীর ॥ মদ্যপাইলে মাতাল। দস্যু পা
ইলে কোটাল ॥ করপাইলে নৃপতি। কিংক বধে

দ্রৌপদী ॥ যেমন ধনপাইলে দুখিনী। তেমি অনিরুদ্ধ আগমনে রুক্মিণী ॥

দেখিয়া সুখী রুক্মিণীঃ আনন্দিত হৈল ধনীঃ পৌত্র পৌত্রবধূরে। মহাসুখেতে যাগঃ করে মঙ্গলাচরণঃ দ্বারকাবাসিরেঘরেঘরে ॥ রত্নসিংহাসনোপরি কৃষ্ণ বসিলেন পরেঃ বামে আসি বসিলা রুক্মিণী কিসোভা হইলতারঃ তুলনা কিবা দিবঃ মেঘ কোলে যেন সৌদামিনী ॥

গীত রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল পোস্তা।
কিবাশোভা শ্যামেরবামেসাজিল রুক্মিণী।
মেঘের কোলেতেযেন সোভে সৌদামিনী।
দুধকে স্তবকে ফুল, উড়েবৈসে অলিকুলঃ
মন্দ মন্দ মলয়জ বহে দিবস রজনী ॥
মহেশচন্দ্র দাসেবলেঃ হেনদিন নাহি মিলেঃ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন লীলেঃ হয়ে হত অজ্ঞান গতি। ধ্রুং।

উষাহরণ নামক পাচালি সংপূর্ণ।

রেইলওয়ে নামকপাচালি।

কি আশ্চর্য্য হায় হায়ঃ কলিযুগে ইংরেজপ্রায় ইংরাজ ভূপাল শিরোমণি। বুদ্ধে বৃহস্পতিবৎঃ ঠিকযেন পুষ্পক রথঃ নির্ম্মাণেছে কলেরগাড়িখানি ॥ শ্বেত বর্ণের বুদ্ধিবলেঃ ধোঁয়াকলে আপনি চলে, এক

অদি ইহাদের যোগ্য।কোথাকারবা ইন্দ্রালয়, ই রে আমার মনেলয়,স্বর্গের উপরে এই স্বর্গ।

গীত রাগিণী ঝিঝিট। তাল কাওয়াল।

সামান্য নহেরে ভাই হাবড়ার এই খোয়ার কল। একলের কাছেতে রেভাই সকলি নিষ্ফল॥ কেকরে বর্ণনারে ভাই একলের অবিকল। কোথাকারবা স্বর্গপুরী কোথাকার ইন্দ্রালয়, হাবড়ার ইষ্টেসনে এসে সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টিহয়, শনারে বিলাতবাসি, এক দিনেতে যাবে কাশী,সুখরাশি পেয়েছোরে সুখানলে দিয়ে জল। ধ্রুং।

বিধিকল ছিল ভ্রমরঃ সেসব ভ্রমর গোলমোর, ও রে কান্দি যায়প্রাণ। যেদেখি হাবড়ার কাণ্ড, রহোতে নয় ব্রহ্মাণ্ড, আমাদের স্বর্গপুরী,থান॥ আ মার এই আটচক্ষু, ইথেত্তনা যায়দুখ, তাকিমুখে ক র্ম্ম্য নাযায়। ইন্দ্রবলে কাহাসরি, সহস্রচক্ষুতে অ মি হেরি, তবু আমার সাধমেটেনা তায়॥ একে র যে কত্তপেচ, ভাবতেগেলে পড়ে কষ্টপেচ, কা শকে অসহায়েছি হাবা। কোথাকারবা দেবশ কোথাকারবা বিশ্বকর্ম্মা, এরাযে যেয়াল্লিশকর্ম্মা বাবা॥ আমাদের পুষ্পক রথ, হর্দ্দ বিষক্রোশপ দিনেরমধ্যে যেতেপারে তেজে। তাহাতে আবা ছাইঘোড়া, নইলে রথ হয়খোড়া; কলে বলে চড়

কলঙ্কভঞ্জন নামক
পাঁচালীগ্রন্থঃ।

বদনে বর্ণনা ভীত, কৃষ্ণ লীলা রসামৃত, পানে হ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ॥ শ্যামকলঙ্ক অধিকার, যেরূপেতে রাধিকার, শ্রবণে শ্রবণ হয় ধন্য ॥ একদিন বৃন্দা বনে, নিরখিতে নবঘনে, বাঞ্ছা মনে হইল রাধার। কৃষ্ণের গমনে ধনী, চলিলেন একাকিনী, পথ্য আছে না ভব কংধার ॥ প্রেমভরে প্রমোদার চক্ষে বহে প্রেমোধারা; কৃষ্ণ ভিন্ন দেখেন সব শূন্য ॥ যে নামে হয় নিরাপদ; হৃদে ভাবি সেই পদ, নিকুঞ্জে রাই হলেন উত্তীর্ণ ॥ হেথায় কমল আঁখি, স্থির করি দুই আঁখি, আছেন রাই আশা পথ চেয়ে ॥ ধ্যানে যোগে রাইরূপ, নিরন্তর বিশ্বরূপ, রাই ধ্যানে আছেন বসিয়ে ॥ হেন কালে শ্যাম প্রেয়সীকুঞ্জের গমনে আসি কন বঁধু শুন নিবেদন। বাঁশী শুনলে আর রা নারী, গৃহে আর রহিতে নারি, সদা মন হয় উচাটন ॥ শুন ওহে নিরদকায়, যে বেদন কহ কায়, ননদীর বাক্যে কায় জ্বলে ॥ শ্যামকলঙ্কি হলে নাম, ঘুচাতে হবে ওহে শ্যাম, নৈলে প্রাণ ত্যেজ্‌ব দিয়ে জলে ॥ কুটিলা কুটিলের দায় গৃহে থাকা হলো দায়; কিদায় ঘটিল বংশীধারি ॥ যদি কাবে বসন পরি, ননদী প্রাণ বধে হরি, নিরখিতে দেখ কাল যারি ॥ বল কি আর হৃষিকেশ, মস্তকের

এই কাল কেশ, মুড়াতে চায় ননদী আমার ।। কাজ নয়নের তারা, দেখলে পরে জলে তারা, ওহে কাল রাখ এইবার ।। কুটিলে হলো কাল প্রায়, ভেবে মোর কালকায়, কব কায় যে যাতনা মনে ।। তব নাম্নে কাল নিবারণ, শুন ওহে কালদমন, কাল ভয় থাকেনা স্মরণে ।। ঘুচাতে আমার মনের কালি, নিকুঞ্জে হইলে কালী, কালজদে পাদ পদ্ম দিয়ে ।। তাইতে কাল ভাল বাসী, কালনন্দী পাপিয়সী, কাল হয় আমারে দেখিয়ে ।। কুঞ্জেকাল কোকিল ডাকে যদি, তবে আমার কাল ননদী, সেরব শুন্তে দেয় না কালমনি ।। বলব কি আর চিকন কাল, কাল নামে চিকন কাল, অঙ্গে উঠে কাল ভুজঙ্গিনী ।।

রাগিনী ঝিঝিট তালযৎ।

শুনহে বন্ধু কলঙ্ক ঘুচাওনা, আমায় দাসীবলে কাল শশী একবার ফিরে হেরনা ।। ননদী নাগিনী প্রায় বাক্য বিষে দহে কায়, ভেবে হলো নীলকায়, পদে ঠেলনা। অবলা আর গৃহ বাসি, কাল রূপ ভাল বাসি। শুনহে শ্যাম হৃদয় বাসি, নিশিদিন ঐ বাসনা

হুক্কা ।। তখন শুনে কন রাধাকান্ত, হও প্রিয়ে হও শান্ত, নিতান্ত করি এই পন ; পুরাইব মনস্কাম তব কলঙ্কিনী নাম, নিশ্চয় করিব বিমোচন ।। যদি হয় মুক্তি লয়, হবে মম বাক্যত্রয়, লঙ্ঘন করয়ে সাধ্য কার ।। পাপিরা ঘুচলে যমের ভয় দিবসে হলো

চন্দ্রোদয়, বাসুকি যদি সহিতে নারে ভার ॥ যদি বামনে চন্দ্র ধরে, গরুড় যান সর্পোদরে, পতঙ্গেতে লঙ্ঘে যদি গিরি। তেজ গেলে ভাস্করের, সম্মান হলে তস্করের, জলবিনে চলে যদি তরি ॥ যদ্যপি গরল পানে বিশ্বনাথ মরেন প্রাণে, যদিহয় লক্ষ্মীর দৈন্যদশা। চণ্ডাল যদিহয় উচ্চ, ব্রাহ্মণ হইলে তুচ্ছ, সরস্বতীর গেলে বিদ্যার আশা ॥ শুন বলি রাই রূপসী, চন্দ্র যদি পড়ে খসি, ব্রহ্মার যদি অগ্নিতে হয়ভয়। কুবের যদি ধনের তরে, ভিক্ষা করে দ্বারে২ পুণ্যে যদি আয়ু হয় ক্ষয় ॥ অন্ধের যদি দৃষ্টি কয়, বোবায় যদি কথা কয়, সাধুগণ যদি করেহত্যা। শুন রাধে সত্য কহি, ভেকের হস্তে মলে অহী, তবু মম কথা নয় মিথ্যা ॥ ভেবনা রাই রাজকন্যা, বনে বঞ্চি কুঞ্জারণ্যে, প্রভাত কালে রাধার জন্যে, চিন্তা মনেনেতে। হৃদয়ে ব্যাকুল অতি, গৃহে এলেন এগো কুলপতি, দেখেতখন যশোমতি, বলে বাৎসল্যেতে একে আমার মন্দ কপাল, গোষ্ঠে তুই লয়ে গোপাল, আসনে আমার প্রাণের গোপাল, বধে জননীরে হলে দৃষ্টি পথাতীত, হই যেন জ্ঞান হতো, নয়ন নীরে অবীরত, ভাসিরে শ্যাম শশীরে ॥ ক্রোধে [illegible] করি দষ্ট, থাকি রুষ্ট ওরে কৃষ্ণ, না হেরিলে [illegible] কষ্ট, ওরে অন্ধের আশা। এবলে আসি নন্দ [illegible], চক্রপাণি, ধরিপাণি, কোলে লয়ে কৌতুকনী,

দেয় পুরাযে আশা ।। অপরেতে বাঁকা শ্যাম, রাধার কলঙ্ক নাম, ঘুচাইতে অবিশ্রাম, মন্ত্রণা করিয়া ছলনা করিয়া ছলে, ধুলায় মুরলি ফেলে, পড়িলেন রাণীর কোলে মুর্চ্ছিত হইয়া ।। বদনে বচন রুদ্ধ, স্থির হইল আঁখি পদ্ম, দেখে রাণী বলে, অদ্য কেন এমন হলি রে । ওরে আমার মুরলিধর, কেন-না মুরলি ধর, অধরেতে লয়ে সব স্বর হারাইলি রে ভাল জননীর ধার শুধিলি, কেন এবাদ সাধিলি, জীবন থাকিতে বধিলি, জীবন কানাই রে । ব্রজে এরাজ্য বৈভব, তোমা বিনে শূন্য সব, মা হয়ে কেমনে সব, অন্য কেহ নাই রে ।।

রাগিণী ললিত বিভাষ । তাল ঝাপতাল ।

বলরে মাকে বলরে বাছা কেনরে এমন হলি ।
মরি মরি নয়ন তারা কেন নয়ন মুদিলি ।।
ওরে ওঠরেং কানাই, গাবলে আর কেহ নাই
এই যে বাছা মা বলিয়ে নবনী খেলি,
আবার এখন কি দেখিরে, ভাসি আঁখিনীরে,
কেন বাছা দুখিনীরে, দুঃখ নীরে ভাসাইলি ।।

শুনে রাণীর ক্রন্দন, তবু নন্দনন্দন, উত্তর না দেন জননীরে । বদনে না স্বরে বাক, নন্দরাণী হয়ে অবাক, বসন ভাসিল নয়ন নীরে ।। যেমন হস্তী হারা অন্ধ, ঘাট ঘোর বিবন্ধ, মানহারা মানী । যেমন কৃপণ জন, হারায়ে সঞ্চিৎ ধন, প্রাণ হারা প্রাণী ।

সংগী হারা মৎস, বারি হারা মৎস্য, বাণ হারা যোদ্ধা বিষ হারা সর্প, নাহি থাকে দর্প, পুত্রহারা বৃদ্ধ। ॥ পথ হারায়ে পথিক, হয়ত্তার যে গতিক, তেমনি যশোমতি। বলহারা পশু, মাতৃ হারা শিশু মন্ত্রী হারা ভূপতি। মণিহারা ফণি, তেমনি নন্দ রাণী, এলাইত বেণী, হয়ে উম্মাদিনী, ডেকে কয় রোহিণী, আমি অভাগিনী, গোপাল ধনে ধনী, ছিলাম বুঝে মানি, পুজে হরবাণী, পেলেম নীল মণি, সেধনে আজধনি, বঞ্চিত অনুমানি, এইযে এই এখনি, করে বংশীধনি, বেনগো অমনি, পতিত ধরণী, ত্রিকাল রজনী, পোহালনা জানি, শুনিয়ে রোহিণী, হইয়ে দুখিনী, ডেকেকয় উঠরে নীলমণি ॥ ক্ষুদ্ধাপত জলধর, হেরিয়ে হলধর, বলে গোষ্ঠে চলং চলরে। দেখে হলেম কুণ্ঠিত, কেন ধুলায় লুণ্ঠিত ভাই আমারে বলং বলরে ॥ হলোকি তোর পুণ্য সাঙ্গ, দেখে তব অবসাঙ্গ, দুঃখেপ্রাণ গেলং গেলরে এসেছিলে গোকুলমধ্যে, জীবন থাকতে জীবন বধিলে, ভালং ভাইং ভাইরে ॥ মরি হলো প্রাণাকুল অকুলেভাসায়ে গোকুল, কে তোমারে নিলং নিলরে জীবন হরি জীবনহরি, এতসুখের নন্দপুরী, অন্ধকার হলো হলো হলোরে।

রাগিণী ললিত বিভাস তাল। ঝাপতাল।

ভাইরে বল ভাইরে বল নাইশরীরে। ভাই ..

কেবল তুইসম্বল,বলরেবলরামেরে। যেমন বিমাতার বাক্যদায়ে,রঘুমণি বনে গিয়ে,শক্তি শেলে হারাইয়ে, প্রাণের সহোদরে ।। বনে বনে কেঁদে ছিল রাম রঘুবর, তেমনি আজ বল রামেরে ভাসালি ভাই নয়ন নীরে ।।

তখন ছিদাম আদি লয়ে বাঁশী দিয়ে শ্যামের করে। বলে ভাই গোষ্ঠে যাই প্রাণ যে কেমন করে লয়ে গোপাল চলরে গোপাল বিলম্বে কায নাই, তোমা ভিন্ন বনে অন্ন কে দেবে কানাই ।। তাল ধরি কালশশী বল কি বল মুখে। কপটতা ছেড়ে কথাকও আমার সম্মুখে ।। জীবন জলে জীবন জলে তেজবো তোমা ভিন্ন। তোমা বিনে বৃন্দাবনে সকলি ছিন্ন ভিন্ন ।। সদাই বল বাসি ভাল সেটা কেবল বাহ্য। অন্তরে বিষ রেখে কংস দেখে বিদায়ে যাচ্ছ ।। যদি ছেড়ে যাবে কেন তবে বাঁচালি বৃন্দাবন। কেনহরি করে ধরিছিলি গোবর্দ্ধন ।। এবি দুঃখানল দাবানল কেন করে পান। কাল শশী গোকুল বাসির দিয়েছিলি প্রাণ ।। তখন ছিদেমের কাতর হেরে ভাবিচেন বঙ্ক। একি হইল বুঝি রইল, রাধার কলঙ্ক ।। প্রাণ মম সখা মম কেঁদে আকুল হলো। উত্তর দান বাত্তিত মান রমনা কি দায় ঘটিলো ।। দিলে উত্তর তবেতো মোর রাই কলঙ্কি থাকে। উভয় পক্ষে করা রক্ষে সঙ্কট আমাদের ।।

সঙ্কট কেমন ॥ যেমন দুই সতিনে হলে দ্বন্দ্ব, কারে বলবে ভাল মন্দ, পতি যেন হয়ে থাকে অন্ধ। হলে প্রবল বাতিকের বল, খেলে চিনির রসবত ভাবে জল, কফেতে নিশ্বাস করে বন্ধ ॥ যেমন প্রসব কালে গর্ব্ববতী, হয়না সন্তান উৎপত্তি, গর্ব্ভ ছিঁড়লে ছেলে রক্ষা পায়। তাতেও আবার বিপদ ঘটে পোয়াতি জানযম নিকটে, এদিক রাখতে ওদিকে ঘটে দায়॥ যদি ভেকেরে ভুজঙ্গে ধরে, উদ্গারিতে পারে নরে, আহারে বঞ্চিৎ করা হয়। স্বচক্ষেতে করি দৃষ্ট, না করিলে জীব নষ্টঃ দেখ্ তে হয় সঙ্কট উভয় ॥ আমার যে ঘটিল তাই, মম প্রাণাধিক রাই তার কাছে আছি প্রতিশ্রুত। ঘুচাতে কলঙ্কী নাম ছলে মূর্চ্ছা হইলাম, তাতে ছিদাম ডাকে অবিরত। না শুনে বদন বাক্য, ছিদামের সজলাক্ষ, বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইল ॥ সখা বৃক্ষ ছেদ হেরে দুঃখে নিজ বক্ষোপরে, চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল। পরে নন্দ শুনে তত্ত্ব, হয়েযেন উমমত্ত, পবন প্রায় আসি নিজ পুরে। হেরিয়ে বলরামেরে, বলরে বলো আমারে, কি শুনিলাম মরি রে মরি রে ॥

রাগিণী আসিয়া। তাল জৎ।

কি শুনিলাম প্রাণে মলাম বলরে বলো বলরাম যে বল আমার সম্বল কিবল, আজ নাকি সে বল হারালাম ॥ গোপাল আমার অন্ধের আগু।

সুচ- লো বুঝি নন্দের আশা, আজ নাকি মঙ্কি,
তো ধনে বঞ্চিত হলাম। ব্রজে যে করি রাজত্ব,
গোপাল বিনে সব অনিত্য, অবলম্বন করে নিত্য
এতদিন ব্রজেতে ছিলাম ॥

গোকুল নাথের মুর্চ্ছা দেখি, আকুল হয়ে চিত্তে
শাপ, চিত্তে ক্লেশ পেয়ে অতিশয়। ব্যস্ত হয়ে অস্ত-
রে বক্ষভাসে চক্ষু নীরে, অনুতাপে তাপিত হৃদয়।
তখন ব্যস্ত হয়ে ধনী যথা আছে কমলিনী, বার্ত্তা
দিতে শীঘ্র যাত্রা করে। হেথায় যেমন ন্যায়, কুটি-
লের বাক্য দায়, জ্বালাতন আছেন অন্তরে ॥ সেই
স্থানে চিত্রে গিয়ে, চিত্তে জ্ঞান হারাইয়ে, কাতরে
কথ শুনগো কিশোরী। যার লাগি আদরিণী, হয়ে
ছিলি কমলিনী, সে সাধ ঘুচিল আহা মরি ॥ রাই
তোমার নয়ন তারা, মুদেছে দুই নয়ন তারা, ত্বরা
য় যাও রাধায় শয্যা আছেন। গোপীর সুখ হলো
হতো, প্রাণ হয়েছে কণ্ঠাগতো, প্রাণের মাধব বাঁ-
চেন কি না বাঁচেন ॥ ভরসা ছিল শ্যামপদ, ঘুচলো
সুখ সম্পদ, কি বিপদ মরি প্রাণেযায়। যার জন্য
গোকুলে, কালি দিলে গোকুলে, বুঝি অকূলে ভাসা-
লে ... দ কায় ॥ গুরু গঞ্জন পরিহরি, হায় গেয়ে
পরি হরি, রিদয়ে রাখিয়ে ছিলে প্যারী। কোন
চোর এসে হরি নিলে, ফুরাল গো হরিনিলে, মরি হ
কেমনে প্রাণ্ধরি ॥ প্রাণ বন্ধু হলো বিদায়, অন্তের

মত দেখিনে আয়, আর পারিনে দেখিতে বদন। কার উপরে করিবি মান, ঘুচলো তোর অভিমান, মানেরে ত্যজগো জীবন॥

রাগিণী ললিত। তাল একতালা

ওরাজ নন্দিনী, ত্রিলোক বন্দিনী, পেয়েছো কি কিছু শুভধ্বনি। অকস্মাৎ সুখাদেশ, বিধি নিদয় হলো, হরেনিল নীলকান্ত মণি॥ যার লাগি কালি দিয়েছিলে কুলে, সে বুঝি তোমায় ভাসালে ভাসালে, গোকুলে অকূলে, তাই তোমারে ফেলে, মধুযামিনে একবার দেখলে চন্দ্রাননী। সাধনের ধন নিধন হলো ব্রজে, কিধন রয়েছে বি গোকুল মাঝে, বলিতে হৃদ সংকোচে, বজ্রসম বাজে, কিশোরীগো হয়ে আদরিণী, হলি কাঙ্গালিনী॥

চিত্রের মুখে কমলিনী, শুনি কৃষ্ণের মূর্চ্ছা বাণী, হয়ে প্রায় উন্মাদিনী, যান এলোকেশে। কুটিলে শুনে এসংবাদ, বলে আহা মিটালে সাধ, ঘুচলো রাধার পরিবাদ, মলো সর্ব্বনেশে॥ রাধার কত ব্যাধি, ঘুচাতে শ্যাম গুণনিধি, করেছে কবির উপ স্মরণ করেন একা। মায়াকরি হৃষিকেশ, বেদ্যের ধরিবেশ, নন্দালয় হতে প্রবেশ, বৃন্দে সঙ্গে দেখা দেখে বৃন্দেরে কন কমলাঁখি, ওহে বৃন্দে শশীমুখী কালশশী মুর্চ্ছা না কি, হয়েছে আকস্মাৎ। এক

িব্রামাত্র, লইয়া ঔষধপাত্র, এসেছিহে যারতত্র
চায় ব্রজনাথ ।। শুনেকহে বৃন্দেনারী, কে তুমি
চিন্তেনারি, তাইতে মনে চিন্তেকরি, বলো কি
ধর । তোমার নিবাস কুত্র, কেতুমিহে কাহার
ত্র, দেখিয়ে ঔষধপাত্র, বোধহয় বৈদ্যবর ।। তো
ম চেন২ করিবেন, কিন্তু চিন্তেনারিকেন, কপট
জিয়া মোরে পরিচয় দেওহে । শুনেকন বাঁকা
ম, হরিবৈদ্য মমনাম, এব্রজমণ্ডলে ধাম, শুনসমু
খে ।। তুমি আমায় নারচিন্তে, তাইতে মনেকর
ন্তে, আমিহে তোমারে চিন্তে পেনেছি এক্ষণে ।।
মি চিনি জগজনে, অল্পজনে আমায় জানে, যে
নে তায় নিদানে, রাখি কৃপাদানে ।। শুনে গো
ন্দর প্রতি, বলে বৃন্দে পেয়েপ্রীতি,কর দেখিয়ে
প্রতি, মাস্পুর্ত্তি করণ । আমরা ব্রজে যত নারী
ব্যাধিতেজ্বলেমরি, দেখদেখিহেধরেনাড়ী, কেমন
ষ্ট যাতনা ।। আছেআমাদেরএকটা রোগ, অষ্ট
রূ হয় ভোগ, আরোগ্য হইবার সুযোগ, নাই
গুণনিধি । শুনেকন বাঁকাহরি, অগ্রেযাই নন্দ
রী, পশ্চাৎ হেসুন্দরী, দেখব ভবব্যাধি ।। শুনে
নী কয়, মহতের এউচিতনয়, কাঙ্গালে তুচ্ছ
রেযায়, এবড় বেজায়হে ।। দেখ সগরবংশ উর্দ্ধা-
তে, গঙ্গা আনে ভগীরথে, যেপাপীলোক ছিল
থে, তারাও স্বর্গেযায়হে ।। তিনিযে ভুবন মান্য

মহতের অগ্রগণ্যা, কিবল সগরবংশজন্যো, জ... ম্নি পণ্‌করে। ত্রিলোক উদ্ধারিণী গঙ্গে, স্ববা... বার অঙ্গে, প্রদানে ভবতরঙ্গে, নিদানে নিস্তা... তুমি যারেবলে নন্দাস্বয়, পথেকেহ শরণলয়, ... তুচ্ছ করিলেহয়, নীচ ব্যাভার সম্পূর্ণ। তাইতে... যারেকই, কৈ তব মহত্ত্ব কৈ, মহতলোকে যশ... নাহি চাহে অন্য॥

তাহা বিশেষ কেমন। যেমন নিদানেশ্ব ... অগ্রেকরি পরীক্ষে, পশ্চাৎ মন্দ সমক্ষে, যেও... তবে। সামান্য কথাতে বলে, পিতেস জিনে ... ক্ষেয় চলে, এব্যাধি আরোগ্যহলে, বিদ্য্য বে... যাবে॥ শুনেকন কালশশী, গুহেবৃন্দে কুরূপসী, ব্যাধেতে দিবানিশি, জলতাই বল। বৃন্দেবলে... হরি, আমরা বৃন্দের যতনারী, এক ব্যাধিতে ... মরি, গেল কুলশীল॥

রাগিণী আলিয়া। তাল যৎ।

বিষমব্যাধি আছে গোপীরবল দেখিকিসে যায়। শুনে শ্যামের বংশীধনি মণিহারা ফণীপ্রায়॥ এরোগ আছেজন্মাবধি, কোথা মনা পাই ঔষধি, যেযাতনা একব্যাধির, ... কায় অলেকায়, লোকলাজ পরিহরি, সদা বাঞ্ছা হেরি হরি, ঘরেত রহিতে নারি, ... হেরিয়ে সেকালায়। যদিধরে কোনহস্ত...

জীষ্ট ॥ ওহে হরি পিরিত করা প্রবৃত্ত নিকৃষ্ট । । মের শত্রু পাপ কলঙ্ক ক্রমে হয় ঘনিষ্ঠ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল কওয়ালী।

কি গুণ জানেগো শ্যামের বাশীতে। শুনে বাশী হই উদাশী যত গোকুল বাসিতে ॥ ননদীর বাক্যে নয়ন জলে ভাসিতে, তবুযে শাশুড়ীতে মনে কালায় ভালবাসিতে, হয় ঘোর নিশিতে, বনে প্রবেশিতে, বাজায় বাশী, কালশশী, গোপীর কুলনাশিতে ॥ গোপীরকুলকাটেকালার প্রেমরূপ অসিতে এরোগ ঘুচালে পার গোপীর মন তুষিতে শ্যামাঙ্গ পরশিতে, থাকি হরষিতে, নাকি মোরা কুলনারী পতিসহ বসিতে ॥

বৃন্দের বচন শুনি কহেন শ্রীপতি। এমন দিতেপারি রসবতী ॥ পীরিত করিবে তথাচ কেতে বলবে সতী। এমন সুখের প্রেম করিতে কিবা ক্ষতি ॥ ওহে বৃন্দে বৃন্দারণ্য আর যত শ্যাম প্রেমাধিনী বিনে সবে হবে অসতী ॥ অগ প্রেমে সুখে করিবেগতি। কলংকিনী নাকয় ক্ষতি কিহে দূতী ॥ যেমন চোরকে যদি সাধুর শের বিরুদ্ধ নয়, তবে তার কিদুঃখ, চোর হই যদি মুর্খ কে পণ্ডিত বলে, বিদ্যানের কলকাল কিদুঃখ সে অবস্থায় রয়েছে ॥ যদি দীনকে

ক হারাহয়ে দংশে কাল ফণীতে। বেরয়না প্রাণ কেমন পাষাণ পারিনে তাজালিতে॥ যদিবাচে কোণোণা, দিব কত রূপা সোণা, বাসনা হইবেতবেপুউঠলে আমার প্রাণের গোপাল, চাহ যদি শত গোপাল, বৈদ্যরাজ ভেবোনা তজ্জন্য। মাবলন্তে নীলকান্ত মণি, দিব নীলকান্ত মণি, ধনীবটে রাজরাণি হই। নহি অন্য ধনের কাংগালিনী, গোপাল বিনে পাগলিনী, ওধনবিনে নিধন হয়েছি॥ যদি বাবু জ্ঞেশ্বর, লয়ে স্বর্ণথালে ক্ষীরসর, আছেসব নিতোর বাসনে। শুনেবাক্য বৈদ্যকন, নহে অন্য ধনাকিঞ্চন, বাঞ্ছা আছি মা তোর ঐ গুণে॥

রাগিণী ললিত। তালএকতালা।

অন্যধন নাচাই, ভক্তিধনেরই, বিক্রীত স্বীকৃত হলেমগো রাণী। স্নেহভক্তিডোরে যেবাধে আমারে, কেনাজানে কেনাহই জননী॥ সামান্য ধনেতে নাহি প্রয়োজন, ভক্তিধন যেদেয় সেই প্রিয়জন, বাচিলে ব্রজেশ্বর, কিঞ্চিৎ ক্ষীরসর, আমায় দিসগো বড়ভাল বাসি খেতে তোর নবনী॥ স্নেহভক্তিগুণে বন্ধন স্বীকারকরি, ঐধনে আমিহই দ্বারের দ্বারি, শুনে কহে হরি, আমি কিসে তরি, ভক্তিনাহিয়ে ভবেরহেরে কাঁপে তনু তরণী দেখে গোপালের কর, বলেন রোগদুষ্কর, [illegible]

...চিবেন ইনিসজন, স্থিরকরমতি। বৃন্দে যতবসতী
...দেখিকেবাসতী, শীঘ্র করযশোমতী তার অনুমতি
...য়ে এই ছিদ্রকুম্ভ, তায় পরিপূর্ণ অম্বু, আনিলে
...রে তবে শম্ভু ঘুচাবেন এইব্যাধি। কররাণী বাটি-
...তে, অনবারি বাটীতে, সেইজলেতে, হবে এই শুভ
...ধি॥ শুনেবলে একরনদী, ভাবিসনে আর নন্দ-
...নী, সাধ্যসতী সত্যজানিঃজা টলেকুটিলে। শুনে
...গিয়ে দ্রুতগতি, ডেকেকয় যশোমতী, দে কুটিলে
...মতি, বাঁচাঃ প্রাণ গোপালে॥ ত্বরায়করে আয়
..., বাচা, মেয়েরমধ্যে তোরা বাচা, বাঁচাও আমার
প্রাণের বাছা, নীলকান্ত মণি। একে কুটিলে অহ
ঙ্কারি, তাতে বল্লে সতিনারী, অগ্নিরউপরে ঘৃতে-
... ঝারি, পড়িল অমনি॥ একে মুর্খ তারবাঙ্গ, মরি
... নিসালে লঙ্গ, একে ধার্ম্মিকতায় সাধুসঙ্গ। একে
...লো ব্যাধিকরৃদ্ধি, তারউপরে খাওয়ালে দির্দ্ধি, একে
...তে তাহে ক্ষীণঅঙ্গ॥ একেসুরুপা তায়সজ্জা, সাধ্য
...তী তার লজ্জ, উষ্ণাঙ্গে পড়িলে ঘৃতের ছিটে।
...কেদাতা তায় মিষ্টভাষি, গলগণ্ডের উপরে ফাঁসি
...য়সাপের উপরেতে পিঠে॥ একে কলঙ্কী বলে
...লোকে, তায় নষ্টচন্দ্র দেখে, কাটাঘায়ে লবনের
...ছিটে। একে চক্ষে হয়না দৃষ্টি, তায় হারালে হাতে
...ষ্ঠি বজ্রাঘাত পড়ে কুজরপিঠে। একে গুমরে

কয়না কথা, তার রাণী বলিল পতিব্রতা, অহঙ্কার
কর কুটিলে নারী। জানিগো রাণী সকল জা
ব্রজের যত পাড়াচলানী, আস্তেযাক ছিদ্রঘটেবারি।
বড়াই বড় বড়াইকরে, বৃন্দেযেন বেঁধেমারে, কেউ
মরি হয়ে সতীসাধা। কোথায় রৈলি ধীবে হীরে
লুকালি কেন আয় বাহিরে, সতীনামটা রাখনা
জের মধ্যে॥ কোথা রৈলি চলানী, এইদেখ জল
আনি, পারিস যদি জানা কুন্তলয়ে। হলে সতী
তল্লাস, আমার মনেই উল্লাস, সবাই রৈলি মরে
পাটি দিয়ে॥ কোথায় রহিলী রাজী, জল আনিতে
হয়েরাজী, যাচ্ছি আমি দেখ তোরমাথাখেয়ে। কো
থায় এখন রৈলী ভীনে, নাইকো আমার সুখের
সীনে, গোকুলমধ্যে আমিশ্রেষ্ঠমেয়ে। কোথায়গো
লক্ষীমণি, জল আনিলেলক্ষামণি, দিবতোরে প্রতি
জ্ঞা আমার। সাধে অহঙ্কারিহই, ছিদ্রঘটে জল
বই, আনে জল হেন সাধ্যকার॥ কোথায় এখন
রৈলি সোণা, লোকের মুখে যায়লো সোনা, তুইক
কিলো সতি একজনা। থাকে যদি বুকেবল, ছিদ্র
ঘটে আনগে জল, জলধবে ধাচানাহ॥ কোথায় রা
ধার অষ্টসখী, কেমন সতীত্ব দেখি ছিদ্রঘটে আন
তে জানা জল। কথাবহ কহিস লোকে, শ্যামকে
জন বরণকরে, তা সমকি আছে সতীত্ববল॥ জা
জানি তোদের বল, শতেক্ষে তার ফলাফল, ন

যা প্রতিফল পাবি । শ্যামের প্রেমে প্রেমীহয়ে, রস্ত মনকে প্রবোধদিয়ে, ভ্রষ্টাহয়ে চেষ্টা স্বর্গে যাবি ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট । তাল কয়ালি ।

দেখলো চন্দ্রাবলী এইদেখজল আনি । ওগো সাধকরে কি এ কুটিলে হয়েছে ভুবন মানি ভাগ্যে মোরা সতিনারী ছিলাম গোকুল মধ্যে, নাজেনিরিবলতেনারি, কেউনাইসতি সাধ্যে, ধিকলো তোরমুখে আগুন,সতিনারী র কত্তোগুণ, দেখলো চেয়ে, গোপের মেয়ে ও বৃন্দে রমণী ॥

ওলোদুঃখে বৃন্দেবলে, বড়ইবলিস নিজবলে, সতী বলেই এত অহঙ্কার লো । ঘুচাবেন তোর জারিজুরি আছেন দর্পহারি হরি, কিছু৷ব জারি নিচার মান ভার লো ॥ অতিশয় কিছু নাশয়, অতিগর্ব্ব ভারি নয়, সর্ব্ব গর্ভ রহেনা বজায়লো । শুন কুটিলে তোরে বলি, অতিদানে বদ্ধবলি; দেখলো ভেবে পাতালেতে যায়লো ॥ দর্পকরে বলিস রূপ, অতি দর্পকরে গরুড় হনুর বগলে বাসহলো । অতি রূপ বতী রম্ভাবতী; রাবণহলো উপপতি, মন্দঘটে হলে অতিশয়লো । যদিঅতি মৌনেরয়,ভবেতারে লোকে কয়, সভায় জানেনা কথা কইতে । অতি বক্তা হলে পরে, লোকে বোকা বলেতারে; খেপেলোক অতি পরিবাদে ॥ অতি ভালনয় কোন অংশে, অতি

মারে সবংশে, দুর্য্যোধন নিধন হইল ॥ অতি রূপবতী সীতে, হলেন পঞ্চবটি বাসিতে, অতি সাহসে মদন ভস্মহলো। অতি ভোজন কুলক্ষণ, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ ॥ ত্রিভুবনে এইকথা কয়লো। তাই বলি কুটিলে নারী, আছে দর্পহারি হরি, রবেনা বজায়লো ॥ কুটিলে কয়ওলোবৃন্দে, সাধেকি তোমায় কঁরি নিন্দে, আমার গুণ ডাকতে বাঞ্ছামনে। কথায় কিলো গুণটাকে, কাটি পড়েছে শতচাকে, মোর সতী জানে ত্রিভুবনে। করে কর আচ্ছাদন, রাখিতে চন্দ্রের কিরণ, সাধকরেছ সামান্ন রমণী। এমন শুনেনি কেহ, কাঁচাস্বর্ণ বর্ণদেহ, কালি মাখিয়ে কাল করিবে ধনী ॥ সাধে কি তোরে বলিবৃন্দে, বসন্তে গোলাপের গন্ধ, ঢেকে রাখিবে গন্ধক মিশায়ে সেলো বৃন্দ রমণী, শতচন্দ্র কান্ত মণি, বস্ত্রেবেধে রাখিবে লুকায়ে। যদি যারি প্রকিতুখ, মিলে শতমুর্খ, পণ্ডিতের মান করিবে হরণ ; তাইতে বলি ওলো বৃন্দে, করে লোকসমাজে আমার নিন্দে, ঘুচাবে মান হা আমার মরণ ॥ তখন বৃন্দেরে গঞ্জনা দিয়ে, গৌরবেতে গা ছুলিয়ে, আনন্দে বাড়ি যায় ধনী জীবনে। ভাবিছে মনেসামান্য, অগ্রগন্য, ভুবন মান্য, ধন্যনাম রটিবে এতদিনে ॥ বলে লহ ছিদ্রকুন্ত, গিয়েতোলে পরিপূর্ণ অম্বু ; শম্ভু ভাবি কৃষ্ণ রুক্ষেতে। ঝর ঝর পড়েবারি, দেখিয়ে কুটি

নারীঃ চক্ষেরবারিনাসেনিবারিতে। বলে গোপ রমণী সেইবৃন্দে, তারকথা গায়েবিন্ধে, চন্দ্রেরকথা মর্ম্মে পশে যাবে। বড়ায়ের কথা বড়ইমন্দ, ললিতে কাঁসি করে দ্বন্দ্ব, বিশাখার কথায় বিষখেতে হবে। চন্দ্রা করিবে ভৎসনা, ভয়েপ্রাণ আরবাচেনা, পদ্মা পাপিশ পদাঘাত করবে॥ চন্দ্রাবলী বলিলে যখন, চাঁদ্রায়ণ কিকরিব তখন, মরনেতেথাকতে হবেমরে রঙ্গদেবী করিবে রঙ্গ, সবাই আমার ছৈরঙ্গ, ঐবঙ্গ সঙ্গে সবাই থাকবে। করেছিলাম যত গর্ব্ব, সেগর্ব্ব হইল খর্ব্ব, প্রাণগেলে ও ঐকথা না ঢাকবে॥

রাগিণী আলিয়া। তাল যত্ত।

জলেবসনযাচ্ছে ভেসে। জ্ঞতনন্দালয়ে এসে
কোথেকয় বৈদ্যপাসে, তোরে ভাল বলি
কিসে; হেঁরে বৈদ্য সর্ব্বনেসে, কলঙ্ক রটালি
শেষে। একুম্ভে কি জলএসে, এ চিকিৎসা
কে প্রকাশে, গোকুলবাশী দাঁড়িয়ে হাসে॥

মরিং ঐদুঃখে, ভালতোর নিদান শিক্ষে, পেলেম ভাল পরীক্ষে, বলতেকথা বাক্যেবক্ষে, একভক্তের সম্মুখে, তোরে আনলে কোন মুখে, চিকিৎসার উপলক্ষে, মিছা বেড়াস ত্রৈলোক্যে, থাসযদি করে ভিক্ষে, বড়ভাল সেতোর পক্ষে॥ শুনে বৃদ্ধে করে নিন্দ বিক্কেতাই কহিল। কইচলানী এই জলআনি সজনি জল কইলো॥ তুইঘরেবসে, মদনরসে, হয়ে

আছিস জয়ীলো। দেখে নিতাই তোর অনিত্য অ-
ক হয়ে রোইলো। গেল ছারখার। সঅহঙ্কার, কু-
কুটিলে কইলো॥ তুলে বদন কাঁদেন্ এক উদ্-
নাইলো। ও কুটিলে আমরাহলে মাজে মরে যা-
লো॥ একিবুকেরপাটা দুকানকাটা লাজনাইওলো
লো। সাধে করিকি রোষ আপন দোষ ঢাকিস মন
ই লো॥ ওমা পাপিয়সী পদকে ক্ষুদিন করালি ম-
লাই লো। ও কুটিলে আমরাহলে এখনি বিষখা-
লো॥ শুনে মনোদুঃখে কয় কুটিলে, সতীনাকটা ক-
টিলে, আঁটকুড়ো ঐ পোড়াকপালে বৈদ্য। হলেও
যেন সতীনারী, ছিদ্রঘটে আন্তে বারি, পারে ন-
আছেকারসাধ্য॥ হলেজ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত অ-
ভুমিকম্প প্রভৃতি, মনেরকথা পারে কি গুনিতে
অতি বিদ্যাবান হলেপরে, যখন যেবা মনেকরে, ...
কি পারে বিদ্যার গুনেতে॥ যদিপায় বহুধন, অতে-
ই কি এই ত্রিভুবন, ধনদানে পারে দীন তুষিতে।
অতিসাহস হলেপরে, অবোধ সচ্ছন্দে পারে, ভুজঙ্গ
বিবরে হাতদিতে॥ যদিহয় ভালবৈদ্য তবেই সেই
রোগ অসাধ্য, তাকিপারে আরোগ্যকরিতে॥ হলে
পরম যোগী জগৎপূজ্য, ছয়রিপুসমুদয় তেজ্য, কা-
তে যেকি পারে কোনমতে। যদিহয় সুরুপসী, তা-
বেকি গগণের শশী, ঢেকেতায় বিবর্ণ প্রকাশে। কে
মনি হলেম বলে সতিনারী; ছিদ্রঘটে আন্তে বারি

অসাধ্য যাসাধ্য হবে কিসে। শুনে ক্রোধে কয় বৃন্দে
সাধে কি তোর করি নিন্দে, তোর কথায় বিন্ধে বাণ
বক্ষে। তুই যদি হতিস সাধ্যে, যারি ছিদ্র ঘটমধ্যে
থাক্তে তার হতোনা তোর পক্ষে॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল কয়ালী।

সতীর কিভাব এই ভাব কুটিলে। তুই পতি
ব্রতা বৃথা কথায় অঙ্গ জ্বলে॥ একসতী সেই
সত্য, ব্রত করে কতব্রত, হয়েছিল সাধ্য সতী
মৃতপতি বাচালে। আরএকসতী সীতারগুণ
পারিনে বর্ণিতে। বর্ণিতে পরীক্ষা হলো
জানেতো সকলে॥

পুনঃ বৃন্দে বলে কুটিলে পেরেছি সতী যাস্তে।
যদি যানিস মনে কিকারণে গেলি জল আস্তে॥
বুঝি প্রেমকরে থাকবি অতি মনভ্রান্তে। মনে নাই
তাই গিয়েছিলি এলি কান্তের॥ এতদিনে রাধার
ঘুচিল মনোচিন্তে। তোর পোড়ারমুখেগ গুনা আর
পাইনে যেন শুন্তে॥ কোনমুখে বা পারবিলো তুই
গঞ্জনা আর হাস্তে। গরুড় ডরাবেন না আর সর্প
বিষদন্তে। গ্রহকোটগেল এখন গৃহেযা নিশ্চিন্তে
যারলাগি কলঙ্কী হলি করগে তারচিন্তে॥ আমরা
কালায় ভাবি চিরকাল মুক্তিপাব অন্তে। তুই গুপ্ত
তারপ্রেমে মজেছিস একান্তে॥ মনযদি সপিছিস
কালা পদপ্রান্তে। মনমধ্যে বাঞ্ছাহতো কুল

ক্ষী নামকিন্তে ॥ কালা কলঙ্কীন যাদের কন্থ দিনান্তে। বলিযদি পুরাণ উক্তি মুক্তিহয় প্রাণ যানিসনেলো মানিসনেলো বিদীত বেদান্তে। উক্তি পায়ে মুক্তি ভাবিলে শ্রীকান্তে ॥ কার আছে পাবে অচিন্তেরে চিন্তে। চিন্তাতাজি মণি ভাবে জ্ঞানবন্তে ॥ অজ্ঞান তিমিরাবৃত ছিল নিতান্তে। তাহলে কালা যেতোজালা ছুতো কৃতান্তে ॥ শুনে কুটিলেকয় একিজ্বালা, চিরকাল কালা২, ভেবেভোরা কালটা কাটালি। মর মর কালামুখী, রাইকে করিলি কলঙ্কী, কোণের বউ বুঝিয়ে মজিয়েদিলী ॥ পরম ব্রহ্ম বলিস তোর কথায় শ্যামেরবামে, বসতেযাব একি দুর ষ্ট। পূর্ণব্রহ্মের কর্ম্মনাই, ব্রজেএসে চরানগাই, খান রাখালের উচ্ছিষ্ট ॥ ওকথাব কি আমি দিবকুলে জলাঞ্জলি, হায়লো হায় ওকথায় কি একি পেয়েছিস কাচামেয়ে, কুল মজান মন্ত্র মজিয়েদিবী যেমন রাই মজালি ॥ মজিয়ে ঘটকালিতে, মনরেখেছি মাকালিতে, পরপুরুষে সমান দেখি। অসতী জানিলেমনে, ওবেকিলে রাই জীবনে বিচারকরে দেখনা প্রাণসখী ॥ ম এর একিদুঃখ, যেমনে জানে আমিমুর্খ, সেকিয়া পণ্ডিত সমাজে ॥ চোর পরীক্ষা হয়যথা, তস্করে যায়কথা, ওলো বৃন্দে দেখনা মনেবুঝে ॥ শুন

টিলে নারী, কুটিলের করধরি, বলেকেন মর্ত্তে'পরে
ছলিলো। দেখে নয়নজলে ভাসি, সাধকরে কলঙ্কে
র ফাঁসি, লয়েকেন আপনি গলে দিলিলো ॥

রাগিণী ইমন। তাল যৎ ।

কুল হাসালি ভাসালি এই গোকুল। জানি
জগত রাষ্ট. তোর সতীনাম নষ্ট, করিলী দু-
কুল ॥ একে পঞ্চমাদের শত্রুকূলে, তার
আবার নির্ম্মল কুলে, কলঙ্কথার তুলে তুলে
দিলিলো কুটিলে। কিক্ষণে তুই জন্মেছিলী
এমন কুলেকালিদিলী, কেনবা জল আস্তে
গেলি, হারালি একুল ওকুল ॥

শুনে কুটিলে বলে কেঁদে, আরকেন মা মারিস
বেধে, কাটাঘায়ে লবণের ছিটে। একে জলছি ক্রো
ধানলে, বৈদ্যের কুহকে ভুলে, জলেগিয়ে পড়েছি
শঙ্কটে ॥ পাপকর্ম্ম কিরয় গোপনে, কভু আমিতো
জানি স্বপনে, দেখিনে পরপুরুষের বদন ॥ মা আ
মায় বলিসনে মন্দ, দেখেছিলাম নষ্টচন্দ্র, তাইতে
আমারহইলএমন ॥ এ আবার কোথায় ঘটে, বারি
আনা ছিদ্রঘটে, দেখিনাই কথননাই শুনি। বৈদ্য
নয় এ কালস্বরূপ, ঠাউরে মা দেখনা রূপ, ঠিকযেন
কালার গঠনখানি ॥ ওর আকার ইঙ্গিতে, আর ন-
য়ন ভঙ্গিতে, বোধহয় সে নন্দেরবেটা কালা। চির
কালটা কালরূপ, হয়েছে কালস্বরূপ, কালবৈদ্য

এসেও দিলে জ্বালা ॥ তখন আসি যশোমতী কাঁ
লেরে কয়। তোমাদিগে বৃন্দাবনে সাধ্য কেউ নয়
আনি জীবন দেনা জীবন বাচা জীবনধন। রাখ
খ্যাতি এসূখ্যাতি ঘুসিবে ত্রিভুবন ॥ শুনে সন্তোষে
অমা নি মন হইল প্রফুল্ল্য। ভাবিছে মনে ত্রিভুব
কে আমার তুল্য ॥ আমি নারী সতিনারী রাষ্ট্র জ
জংময়। ছিদ্রকুম্ভ লয়ে অম্বু আনিতে কিহয় ক
সীতা ধন্যা সতীকন্যা প্রবেশি বহ্নিতে। সতীরপক্ষে
এপরীক্ষে সমোঙ্গবর্ণিতে ॥ বলেকইগো রাণী শীঘ্র
আনি দেনা ছিদ্রকুম্ভ। হবে বাঞ্ছাপুর্ণ পরিপুর্ণ ক
রিব তায় অম্বু ॥ কবে স্বগুণ বাধ্য কুম্ভকক্ষে লয়
চলেযায়। কবে অবিশ্রাম গুভারানাম নেযে যমুনা
কক্ষেহতে যমুনাতে কলসী ডুবাল। ভয়ে কলেবর
থরথর কাঁপিতে লাগিল ॥ পুণর্বার লয়েবারিক
ল কক্ষেতে। পড়ে ঝরঝর যেন শর বিন্ধিল বক্ষে
তে ॥ কুম্ভে জলঝরে ধিরে ধিরে চলে নন্দালয়। ক
ক্ষে শূন্য কুম্ভ নাই অম্বু গোপীগণে কয় ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল কয়ালি।

ধিকলো জটিলে কুলহাসালি। ভাল ব্রজের
মধ্যে সতীসাধ্যা নামটা প্রকাশিলী ॥ ধিক
ধিক ধিক ধিক শতধিক তোরেলো। আস্তে
বারি কাস্তেহলো চক্ষেবারি ঝরেলো। ধিক
লো কালামুখী, ধিকলো কলঙ্কী; রাইকেবল

কলঙ্কিনী তুই অকূলে কুল ভাসালি ॥

চুপটিকোরে মুখটিফিরে জটিলে গিয়েবসে। বলে কৃষ্ণ কি যাদু ওটি এইকি ছিল শেষে। কুষ্ণদশা এদুদশা হলেকটে প্রাণযায়রে। সতীহলে হই অসতী এ রাত্য নজ দায়রে ॥ ক্রোধেবাক্যে বলেদুঃখে বুন্দে কোরে কই। নাইযে বল সঙ্কে জল আন্তেপারিকৈ। রাকলমেবেনে আমি কেমনে শরীরে নাইযে বল। নব্য যখন ছিলেছি তখন ছিদ্রঘটে জল ॥ শুনেবৈদ্য বলে এগোকুলে তোমরাই কিসতী। আমরে বাই শুনে ব লাই এইছিল দুর্গতি ॥ যদি জানিস মনে কিকারণেজল আন্তেগেলি। গোকুলমধ্যে সতীসাধ্য বিলক্ষন জানালি ॥ আহামরি আন্তেবারি চক্ষেয় বাদিপড়ে। কিদুর্দ্দশা তোমার দশা দেখলে প্রাণ ছাড়ে ॥ হলোকান্তে কেন আন্তে গেলে অহঙ্কারে কি অধর্ম্ম সিংহের কন্ম শৃগালে কিপাবে ॥ হায়কি মজা হয়ে অজা ব্যাঘ্রতুল্য হবে। এ কিরঙ্গ যে পতঙ্গ মাতঙ্গ সংহরবে ॥ করেকি ভেক হবেন ভেক ভুজঙ্গ সমান। কাকের ইচ্ছা গরুড় হতে কথা অপ্রমাণ ॥ পেঁচা হবেন কোকিল তুল্য একথা মাধরি। অসতীকি আন্তেপারে ছিদ্রঘটে বারি ॥ তখন বৈদ্যপ্রতিযশোমতী সকাতরে কন। আমি জল আনিলে সফলহবে কি বাঞ্ছাধন ॥ বৈদ্যবলে রাণী এখন কৈতব নিকটে মায়ে যদি দেয় ঔষধি শস্তানে নাথাটে ॥ কহে বড়া

ই আমি বড়াইকরে বলিতেপারি। কুটিলে কুটিলে চেয়ে আমি সতীনারী॥ তবেবলআমিজলকিন্তু নিতান্ত। বয়েশ শেষ পেকেছে কেশ সতী সেই পর্য্যন্ত॥ শুনেহরি বলেনমরি বিলক্ষণ সতী। ডেকে কন নিবেদন শুন যশোমতী॥ করিগণন দেখি এখন যেজন সতীহবে। অবশ্য তাহাবনাম গণনায় উঠিবে॥ বলেহরি ত্রস্তকরি গণনাকরিল। প্রথমে গণনাতে রা অক্ষর উঠিল॥ হরি কন নিবেদন শুন নন্দরাণী। আদ্যক্ষর রা নামেতে আছে কোন ধনী সেরমণী ধন্য ধনী কিছু সন্দনাই। আনলে জীবন পাবে জীবন তোমারকানাই॥ শুনেবাক্য হয়ে ঐক্য যত গোপ রমণী। কেউবলে এগোকুলে সতীরাণী ধনী॥ কেউ কহিছে সতী আছে রাসু ব্রজেরমধ্যে একধনী কয় জানি নিশ্চয় রাজী সতীসাধ্য॥ আদ্য অক্ষর রা নামেতে ছিল যতজন। একেং সমুদয় বলিল তখন॥ কলঙ্কীরাইবলে নাম কেউ নাকরে মুখেতে। শুনেরাধা মেলানমুখী ভাসিলা দুঃখেতে কনবধু ত্যজি প্রাণ হয়না আর সহ্য। কলঙ্কিনীবলে আমায় কেউ নাকরে গ্রাহ্য॥

রাগিণী ললিত বিভাষ। তাল একতালা

ওহে জগতপুজ্য, হয়না আরসহ্য, হলেমহে অগ্রাহ্য, গোপমণ্ডলে। ওহে ভুবনমান্য কেউনাকরে গন্য এই গোকুলে॥ ওহে॰

দয়বাসি বলতে আমায় সদা, রাইপ্রেমে
আছে জীবন মনবাঁধা,রাধা অঙ্গের আধা
ওই মুরলীসাধা. যেনামেতে সেনামবলনেতে
কেউনা বলে ॥

শুনে বৈদ্য মুখেতে, আনন্দের রা নামেতে, ব্রজে
র মধ্যে ছিল যত রমণী। ছিদ্রঘটে আনে বারি
যে বাস্ত ত্বরায় করি, সকলে সংবাদ দেয় রাণী ॥
শুনেরাহু চাঁদেল আশু, বাঁচাতে নন্দেরশিশু, নন্দা
লয় গমনে হয় হৃষ্ট। শুনেব ক্যাযয়রামা, বলেরাণী
নিসনেমা, আমিগিয়ে বাঁচাব তোর কৃষ্ণ ॥ রাণী
বাক্য শুনেরাজী, জল আনে হবেরাজি, নন্দালয়ে
গন অমনি। যায় রামেশ্বরী ধনী, বাঁচাতে শ্যাম
ন্যামণি, ধেয়েযায় যতব্রজ রমণী। শুনেচলে রাধা
ণি, বাঁচাতে রাধার হৃদয়মণি, উদয়হলেন নন্দের
বনে। যায় রাধালী শুনেবার্ত্তা, রাজরাণী কবিল
ত্রা, রাঘবিনী জান হৃষ্টমনে ॥ ধেয়েযায় রাজ
মারী, শুনেবাক্য রামেশ্বরী দ্রুতগতি যায় নন্দা
য়। দেখেযত ব্রজঙ্গনায়,বৈদ্যপ্রতি রাণী কয়, দেখ
খি কেবা সতীহয় ॥ শুনি বৈদ্যকন তবে, গণনায়
নাযাবে, শেষাক্ষর উঠিবে এখনি। বলি ভুমে
তিপাতি, বলেওগো যশোমতী, রাধানামে কে
ছে রমণী ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল জলদ।

আছে একসতী আছে এইগোকুলে। কেহ চিন্নেনারে সবাইতারে ডাকে রাধা২ বলে গোলোক কামিনী তিনি আছে এই গোকুলে। নাজেনেশ্যাম কলঙ্কিণী বলেডাকে কুটিলে। ভবরাধ্যা সেকামিনী, জানেনা সকলে। হয়েছেন অবতীর্ণ এব্রজমণ্ডলে॥

সেরমণী ধন্যধনী, ত্রিভুবন বান্দিনী বৃকভানু নন্দিনী, রাধানামে খ্যাতজানি, তিনি আদ্যা সোহ[illegible]তনী, গণনাকরে এখনি, দেখিলামগো নন্দরাণী, [illegible]বিনে আর অন্যধনী, ব্রজেনাই সতীরমণী, লোকক আয়ান রমণী, তিনি ভুবন মোহিনী, ভাবি [illegible] পদ তরনী, মুক্তি পুরাণ উক্তি শুনি, জগতকর্ত্তা [illegible] জিনি, সদা [illegible]রাধা তিনি, ভবারাধ্যে সে কামিনী, কারসাধ্য চিনেরাণী, যদি জীবন আনেনতিনি তবে জীবন পাবেন নীলমণি॥

বৈদ্যমুখে রাইব্যাখ্যা, শুনে কুটীলে জলে জ্বলে বলে এমন গণ্ডমূর্খ, আনলে ব্রজপুরে। বুদ্ধি [illegible] কিছুইনাস্তি, এটা একটা মূর্খহস্তী; ভালকরে দিলে শাস্তিঃ যায় দুঃখদূরে। তখন হয়ে রাগান্ধঃ বৈদ্যে প্রতি বলে নন্দ, বলে তোর চক্ষু অন্ধ, জীবন যুড়াইরে॥ এককথায় বুঝেছি বিদ্যা, যখন বলিলী ব্রজের মধ্যে; কমলিনী সতীসাধ্যা, অন্যসতী নাইবে॥ কোন বিষয়ে নাহি ত্রুটী, তোমার প্রণাম [illegible]

ক অক্ষর বর্ণকটি বল দেখিরে মূর্খ । যারনাই বল বুদ্ধি, তারকেন এতবুদ্ধি, জানিসনে তুই আঙ্ক শুদ্ধি, কিকপালেদুঃখ ॥ সাধকরে কিহই ক্রুদ্ধ, তুদ্দো নিজে গোবৈদ্য, তোর চিকিৎসায় রোগীসদ্য যমালয়ে জান । তোরবিদ্যা বুঝেছি সত্য, জর হলে করে দেওপথ্য, চালদে কুল নিভাই, ব্যবস্থা বিধান করে তোমার দৌরাত্ম্য, হয়যে রাগের উৎপত্তিঃ নিদানেতে বুৎপত্তিঃ বিলক্ষণ তোমার । জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিদ্যাভাল, গণনাতে জানাগেল, যখন রাণ্ডে সতীহলো, কিকাযজানায় আর ॥ আরে মলো মূর্খ পোড়া, দেখিনি এমন লক্ষ্মীছাড়া, আমারে কহিস অসতী ছোড়া, এমন তোরকর্ম্ম । বাঞ্ছাহয় একটিচড়ে ফেলি দুপাটি দন্ত উপাড়ে, তবুকিএ রাগপড়ে; জলে উঠে মর্ম্ম ॥ আমরা যেমন সতীসাধ্বা, আনবি কিহা মুক্ত বৈদ্য, তোরকথায় কিহবে অদ্য, অসতীর কি দুঃখ । কুলবতীর কুলমজাতে, এলিকেন এত্রজেতে আমাদের মর্ম্ম বুঝিতে, পারবিকিরে মূর্খ ॥ পরের নিন্দায় খুসিহও, সতীকে অসতীকও, দুটি চক্ষের মাথাখাও, অন্ধহয়ে থাক । আমরা কত কুলের মেয়ে, জানবি কি তোর মাথাখেয়ে, মর মর মর অপায়ে, কিছু ভয় না রাখ ॥ সিংহে করে অপমান নাড়াও শৃগালের মান, রাগে শরীর কম্পমান দেখে তোমারে । দাড়িগুম নাড়বি দুই. মাথা

লে কও বড়মিষ্ট, তোর যত অপকৃষ্ট, নাষ্টিক ত্রিসংসারে ॥ কোকিলে তুরেতে রাখি খাঁচায় পোষ তুই পাখী, বড়ই তোমার বুদ্ধি, নাহিক ধর্ম্মাধর্ম্ম বলতেকথা রাগেমরি, পায়েতে ঠেলিয়া কড়ি, অন্ন পোষ যতনকরি, অন্নখুদের জন্ম ।। তোমার কুহু ওহে গুরু বোধহয় হয়েছ ক্ষুপ্ত. কাজীখেয়ে শরীর শুপ্ত, গব্যরস ফেলে । তোরে আরবলিধিকিরে, তুরেতে রাখিয়া হীরে, বাধজিরে, দিয়ে গিরে, এজ্ঞে যায় না মলে ।। তোর্‌কথা আর হয়না সহ্য, আমরা হলেম অগ্রাহ্য; তেজাহয়ে হলো পুজ্য, হেবে মন্দমতী । দেখলি ভূমে খড়িপাতি, আগেনা বলে তুমি, মন্দ বলতে কড়িপাতি, আমায় বলিস অসতী, তখন আসি যশোমতী, কহে কুটিলেরপ্রতি, ক্ষেমা সম্প্রতি, মরি অঙ্গজ্বলে । উপায় বিপদ মুক্ত শাস্তকর মুখতোর, এবিপদে দুঃখতোর, হয়না কুটিলে ॥ বলেরাণী হয়েব্যস্ত, কেন্দে কেন্দে ত্রস্ত, ধরে কমলিনীর হস্ত, বলে মা এসো ত্বরায় তুমি ব্রহ্মসনাতনী; বৈদ্যমুখে অদ্যশুনি, ছিদ্র ঘটে বারি আনি, এবস রাখ ধরায় ॥

রাগিণী ললিত বিভাষ । তাল ঝাপতাল ।

যায়গো জীবন আয়গো ত্বরায় কৃককানুর নন্দিনী । বৈদ্য মুখে অদ্যশুনি তুমি ভুবন বন্দিনী ॥ ছিদ্রঘঠে আনিবারি, তবে এদুখ

নিবারি, নতুবা জীবন হরি, জীবন আর
পাবেনা ॥ মা তুমি বৈকুণ্ঠনাথের কণ্ঠ বি-
লাসিনী, ত্রেতাযুগে ভূমিসীতে, দশাননে
নাশিতে, অন্নপূর্ণা কাশীতে, তুমি আপনি
ভব ভয় হারিণী, ভবারিদীবিনাশিনী, ঘুচাও
দুঃখ চাই ফিরে মহেশে অভিলাষিনী ॥

রাণীবাক্য যেন দুঃখে মণিহারা ফণী। হয়ে দুঃখী
অধোমুখী কন সুধাজিনি ॥ ওগোরাণী ননদিনী আ-
ন্তেনারে জল। কোন সাহসে যাব আমি কিবাবল॥
রাইকে হেরি বলেনহরি তোমারি নামরাধা। বা-
চাতে হরি কর শ্রীহরি নাইককোনবাধা ॥ হই ওনা
ক্ষুন্ন বাঞ্ছাপুর্ণ হবে সন্দনাই। আনলে জীবন পা-
বেন জীবন জীবন কানাই ॥ লয়ে কলসী যাও রূপ
সী কাযনাই বিলম্বে। আনলে বারি এখনি হরি
বাঁচিবেন অবিলম্বে ॥ করে গণন পেয়েছিমন তো
মার নিবন্ধ। তুমিসাক্ষি কারসাক্ষি তোমায় বলে
মন্দ ॥ বৈদ্য বচন শুনি তখন দুঃখ হলো অন্ত। যে
মন কৃষ্ণবাক্য শুনিদুঃখ গেছোযে নিতান্ত। আন্তে
বারি যায় কিশোরী কক্ষেলয়ে কলসী। গজেন্দ্র গ-
মন জিনিয়া গমন চলেরাই রূপসী ॥ রাধার গমন
শুনিয়া তখন কুটিলে ভাবেমনে। যদি নাপারেতবু
রাধারে মন্দকই কেমনে ॥ যদি দৈবযোগে আন্তে

পারে শুবেই হবে শ্রেষ্ঠ। ঘুচবে নামটা কাটিবেক নটা প্রাণটা হবে নষ্ট ॥ আবার বাচ্লে কৃষ্ণ এক কষ্ট এমনদুঃখ দেখিনী। ব্রজে হবে নষ্ট অ র। নষ্ট শ্রেষ্ঠ কমলিনী ॥ হয়ে উৎকৃষ্ট মান একি সর্ব্বনাশ। যদি অপকৃষ্ট হয়শ্রেষ্ঠ ঘুচবে জের বাস ॥ কি অদৃষ্ঠ বলিলপষ্ঠ অসতী আমি হয়েছি কৃষ্ঠ বৈদ্য দুষ্ট ফেলিল বড়ফেরে ॥ বলে গনি কর রমণী কুটিলে কুটিলমনে। তোর গলা দড়ি দড়ধড়ি আসলো কেমনে ॥ জানি বিদ্যা কুল মধ্যে কলঙ্কীনাম রাষ্ট ॥ কুলটা কুলটা অকুলে ভাসালি। রাখাল সেজে, বনমাঝে গি লোকটা হাসালি ॥ সতীবলে তাতেই ভুলেছ আহামরি। হয়েমত্ত বারণ সোনলা বারণ এতনি রণ করি ॥ আপনভেবে গোপনভাবে রাখি ক কীর্ত্তি। দেখেকর্ম্ম জলেমর্ম্মকতসবলো নিত্তি ॥ সতীনারী আমরা নারী আস্তেনারি জল। কোন সাহসে যাসলো হেসে আছে কি বল বল ॥

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

হয়ে মত্তবারণ শুনলা বারণ নিবারণ
করি আস্তে বারি। আমরা সতীনারী
আস্তেনারি বারি কোনসাহসে হেসে
যাস কিশোরী ॥ কালহয়ে বৈদ্য এসে
আদ্যব্রজে, ঘুচালে আদ্য গৌরব এব্রজ

সমাজে, সাধকরে রাইশশী, কলঙ্কে।
ফাঁসি, গলেদিসনে একে তোর কলঙ্কে
বদন জ্বলতেন্যেঁ। পবিত্রেতাহয়ে বৃথা
কথার ভুলে, কিক্ষণে গতে গিয়াছিলাম
জলে, একি কথায়ঘটে, বারি ছিদ্রঘটে
আনাযায়কি জাগে আগেছিছেকাজে
হলো প্যারী ॥

শুনে রাধে বিনোদিনী, কন ওগো ননদিনী, এখন
আর দিওনা আমাকে। এখন উষ্ণ তেজ্যকর, আর
মুখে হাস্যকর, যাত্রাকরি কৃষ্ণবলেমুখে ॥ শুনে কু
টিলে রাগেবলে, পারিলেমনা তোয় কথায় বলে
ঝি পুড়ে কিপোড়া অদৃষ্ট। যেজন যারে ভাল
বাসে, তারনাবই মুখে এসে, কাল কালেও বলে
মন্দ ॥ পিরিতে পড়েছো ভাল,চেয়েদেখনা আছে
ময়লো, যারজন্যে জল আনিতে যাসলো। হয়েছ
কি বিস্মরণ, বালাইযায় তোরহলে মরণ, কলঙ্কি-
কেন কুলমজালে ॥ কালার জন্যে পদে পদে
পড়েছিস কত বিপদে, সেই ভরসায় আনিতে যাহ
বারি। একবার দাদারভয়ে হলো কালী, সেই দুখ
চিরকালি, থাকবেতাই মনেকরেছিস প্যারী।
তভাই যাহা ইচ্ছা এখন কানাই হলো মুচ্ছা
ধ্যাহলো ঘুচিলো তোরজারি। যদি গোপালে
থাকত তবেই কি হাতদিয়ে রাখিত হলো

প্যারী ছিদ্রঘটে বারি ॥ যাত্রাকালে বলিলে তা দুঃখহরেন দুখ পাসরাঃ সেনাম এখন হোলি বিস্ম রণ। ধিকলো তোরে রাধিকেঃ জিনি ভব আরাধিকেঃ ভুলেও দিসনে তাঁর প্রতিমন ॥ একথা শুনিয়া রাধেঃ মলিনমুখ বিষাদেঃ কনগো কুটিলে ক্ষেমন্ধ। তুমিকও ভাবিলে তারাঃ শ্যাম আমার নন তারাঃ ভুলিতে নারি হইলে প্রাণান্ত ॥ শ্যাম শ্যামা জগতে মান্যঃ শ্যাম শ্যামা কি আছে ভিন্নঃ কনালো জানকি তারমর্ম্ম। কুটিলে তোর দুবাদ মী কম্ভ বলিতে পাওকষ্ট, ধরণীতে বৃথা তোর জন্ম হইছে তারা তারা বলে, ছিদ্রকুম্ভে যেজলেঃ গিয়েছল আন্তে পারিলী কে ॥ যদি কৃষ্ণপদে থাকে মন আমিজল আনবএখনঃ শুনলো কুটিলে তোরেকই বলে অমনি ত্বরাকরিঃ আন্তে বারি যায় কিশোরী অন্তরে শ্রীকান্তরূপ ভাবে। বলেকে জগতজীবন যদি আনিতে নারি জীবনঃ জীবনেজীবন দিবতবে

রাগিণী আলিয়া। তাল যৎ।

যাইতে তবে জগতজীবন আন্তে জীবন যমুনায়। কর উপায়রাগহে পার তবক পায় সকল পায় ॥ একবার সেই আমার ভয়ে, ওহে শ্যাম শ্যামাহয়ে, তেজে বাঁশী ধরে ও সি দাসীকে রাখিলে পায় ॥ এবার এ ঘোর দুস্তরেঃ তোমাবই আর কে নিস্তারে

রঙ্গিনী বড়াই প্রভৃতি সঙ্গিনী সহিতে। ত্রিভঙ্গ
ঙ্গিনী উপনীত যমুনাতে॥ হেরে কালবারি কং
কালনিবারির প্রীয়ে। ওহে নয়ন অঞ্জন ভয় ভঞ্জ
ঞ্জন দেখা দিয়ে॥

রাগিণী ললিত বিভাষ। তাল ঝাপতাল।
ওহে দেখা বাকাসখা কালজলের মধ্যে।
তুমিত সবজান আমি অসতী কিসাদ্ধে॥
এনহে ভার হেনাধব, প্রহ্লাদের রাখিতে তব
হয়েছিলে উদ্ভবঃ স্তম্ভের ভিতরে। তোমা
বিনে এদুস্তরেঃ বল কে আর নিস্তারেঃ তার
কি ভয় যে মন রেখেছে তব শ্রীপাদপদ্মে।

পূর্ণবক্ষে অভিলাষঃ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীনিবাসঃ জলমা
হলেন উদয়। তুলিতে বারি কমলমুখীঃ কাল
নিরখিঃ দেখেন উদয় দয়াময়॥ ত্রিভঙ্গ রূপ হে
টক্ষেঃ আনন্দ নীর পড়ে বক্ষেঃ বলেঃ ক্ষাকর বি
বাসি। সাধে কিহে কালশশীঃ ওই কাল রূপ ভা
বাসিঃ সাধে কিহে হই অরন্যেবাসি॥ সাধেকি
হই উদাসি, সাধেকি হয়েছি দাসীঃ সাধেকরি এ
জালা সহ্য। সাধে হইনা গৃহবাসীঃ সাধে কি
শুনেবাশীঃ করিয়াছি কুলশীল ত্যজ্য॥ বলেরা
ব্রজেশ্বরী, ছিদ্রঘটে তুলিবারি আনন্দেতে ক
ন কক্ষেতে। কৃষ্ণের অঙ্গবেবাপারঃ দেখহ তা
ক্ পারঃ একবিন্দু নাপড়ে মাটিতে। দেখে

নায়ঃ যয়যয় শব্দহয়ঃ গোকুলময় পুর্ণ রাধারযশে হলো আনন্দের অধিষ্ঠান, করে কৃষ্ণগুনগানঃ গজেন্দ্রগামিনী জান ব্রজেন্দ্রনিবাসে॥ শুনেরাধার জয়শব্দঃ কুটিলে অহঙ্কারে জব্দ,জটিলে হইয়া স্তব্ধ রহে একদৃষ্টে। বলে একি দেখিতেপাইঃ সতী রাধা হলোরাই, পড়িল আমাদের মুখেছাই, এই ছেল অদৃষ্টে॥ মরিল্ল জনকাণ্ড দেখেঃ ভুজঙ্গ ধরিল ভেকেঃ কেশরী সম্মুখে করি করেন কান্না। এমনদেখি নাই কোনকালে ব্যাঘ্রহলো পতিতজালেঃ আনি আসি শৃগালে বান্ধিল দৌরাত্ম্য॥ বসে মস্তীরস্কন্ধ পরেঃ ভেকে নিত্য নৃত্যকরেঃ ভুজঙ্গ গর্জে উঠরেঃ দেখিনাই নশ রে। মনিহ একমজা, হবে এক টী ক্ষুদ্র অজঃ বিধির কীর্ত্তি যায়নাবোঝা বুঝে নাথি যায়॥ বলে কুটিলে ত্রঃযায়ঃযায় যায় আবার ফিরেচায়ঃ বলে কবি কিউপায়ঃ একিদায় ঘটিল উভ মরিমরি লাজেঃ যেজন রাখাল সেজে, গিয়াছিল বনমাঝেঃ সেযেসতীহলো॥ তখন আসি যশমতী মিষ্টবাক্যে রাধার প্রতিঃ কন ওমা শ্রীমতী তুমি ধন্যা ধনী। সাধ্য কিমোর চিন্তেপারি তুমি রাধে ব্রজেশ্বরীঃ আয়মা একবার কোলেকরি যুড়াই তাপীত প্রাণী॥

রাগিণী ললিত। তাল একতালা।

আয়মা কোলেকরি রাধে ব্রজেশ্বরী এই

গোকুলে তুমি ধন্যধনী। নওরাধে সামা-
ন্যেঃ তুমি ভুবনমান্যেঃ তবজন্মে জীবন
পাবে নীলমণি। আরযতব্রজরমণীর বসতি
জানিলাম তারা সকলে অসতী, এই ব্রজের
মধ্যেঃ তুমি সতীসাধ্বো, তবারাধো ওমা
সাধাকিবে তব তত্ত্ব জানি॥

রাই গৌরব সৌরবেঃ জগতে জানিল সবে, হরি-
আস হরিয়ে তখন। লয়ে ছিদ্রঘটের বারি, হরি-
কে বাচান হরি, মৃত্যুদেহে পাইল জীবন॥ চেতন
হলো নিদ্রাজিতঃ উঠিলেন ত্রিভঙ্গঃ কন মনীদের,
নেমা কোলে। দেখে অমনি যশোমতীঃহয়ে আহ্ল
রিষ্টমতিঃ নীলকমলে নিল হিদরকমলে॥ বলে
শুরে প্রাণের গোপালঃ নাজানিরে কেমন কপালে
পদে পদে বিপদ দেখিরে। বলিতে যে অঙ্গ দহে
একবার কালিদহে, ডুবেছিলে ডুবায়ে অভাগীরে
বারে বারে দুখিনীরেঃ ভাসাইয়া দুঃখনীরেঃ যাও
নি বনে মরিরে প্রাণকাটে। নয়নে আরনাই দৃষ্টি
নন্দের অন্ধের যষ্ঠিঃ বনে বিদায় দিতেরে দায়ঘটে
বৈদ্য প্রতি রাণীকনঃ মৃত্যুদেহে দিলে জীবনঃ জী
বন দিলে পরিশোধনাইহয়রে। কিধন আছে দিব
তোরেঃ যেধন তুমি দিলে মোরেঃ সর্ব্বস্ব দিলেও
শোধ নয়রে॥ শুনেবৈদ্যকন হাসিঃ দিবি কি নন্দ
মহিষী, সামান্য ধন চাইনে জননী। বিশেষ এই

নামক পাচালীগ্রন্থ।

পদ্মিনী সহ দ্বন্দ্বকরি, উদাসিনের বেশধরি, দাশীন হইলেন মধুকর। পরিধান গেরুয়া বসন, কাঙ্গেতে ছাপা লিখন, হরি নাম জপে নিরন্তর হাতেকরি কুড়জালি, রাধাকৃষ্ণ বোলবুলি, গৌরাঙ্গ নিতাই২। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, ভ্রমিছে বৈরাগী ভৃঙ্গ তিলাদ্ধ বিশ্রাম করেনাই। কতদিনে বৃন্দাবনে, আসি উপনীত হন, বৃন্দাবন চন্দ্রের বাস যথা। পূজা করে গোবিন্দ, হয়েছে আনন্দ, নানা উপচার দিয়া তথা॥ অপরে করে স্তবন, নমনম নারায়ণ, শ্রীনিবাস শ্রী মধুসূদন। জগদীশ জগবন্ধু, তুমিহে করুণাসিন্ধু, অনাথের নাথ নারায়ণ॥ এইরূপে নানামত, ভৃঙ্গ স্তবকরে কত, অপরেতে বিদায় হইয়া, যথায় ভাণ্ডিরবন, নিকুঞ্জ মধুকানন, ভ্রমণকরি তথায় আইল॥ দেখে কত বৃক্ষগণ, হিন্তাল তমাল বন, আর যে অশ্বত্থ মনোহর। পুষ্প কত নানাবিধ গোলাব সেউতি যাতি, হেরিয়ে ভুলয়ে মুনিবর পারুল অপরাজীতা, স্থলপদ্ম কনকলতা, সাঁওলী পাঁওলী গন্ধরাজ। স্তবকে২ ফুল, উড়ে বৈসে বুলবুল, দেখিয়া ভাবয়ে অলিরাজ॥ পদ্মিনীরে না পাইয়া, বুকে যেন বাজিল শেল, ক্রমে ভৃঙ্গ করিছে

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল একতালা।

কোথায় গেলি আমার ভেক আর ভৃঙ্গ মনচোরা। তোমারে না দেখে আমি তিলে তিলে হইহারা॥ দেখরে আমার দশা, বাতায়ের ঘরে যোগের বাসা, ইস্তীরে গ্রাসিছে যম, কারে আসতে নাপারে যারা। তুমি আমার গুনমণি, আমি তোমার প্রাণের প্রাণী, মণিহারা যেনফণী, সেইমত আমারধারা

তখন এইমত কুমদিনী করিছে রোদন। দূরেথাকি ভৃঙ্গরাজ করিল শ্রবণ॥ বলে আমিত ভৃঙ্গের অঙ্গ, এখন অক্ষম। তেমনিধারা রূপে গুণে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥ কিছুতে নাহইত্রুটি ঠিক অভিব্যক্ত। কুমদিনীর কাছে কেমযাইনা তবেআজ॥ এতবলি দীরে২ অ মুল তখন। পদ্মবনে অর্দ্ধ দেখাদিল ততক্ষণ॥ বলে কি করহে প্রাণপ্রীয়ে কমলিনী বোসে। তোমার নাগর ভৃঙ্গ এলেম দেখনাহে এসে॥ এতবলি বারে বারে ডাকে যতবার। দেখিয়া পদ্মিনী হয় বড়ই বেজার বলেহারে বেটা ভৃঙ্গরূপে তোর জাঁক দেখচি বটে। নকল জাঁক ঘুচাইব মেয়ে নাথিরচোটে॥ কেটনা গিরি জাহিরকর ভৃঙ্গ বেশধরে। মেয়েলাথিতে ভা ঙ্গিব মুখ কেরাখিবে তোরে॥ ঘরের খবর রাখিস নাক বাহিরে লম্বাকোচা। ভ্রমরের বেশধরে কেন এসেছ বাছা॥ আমিযেন কিছু পাইনে টের এলি

মেয়ে বলে। এখনি উচিৎ পাইয়েছিস অনাজন হোয়ে নাকে কানে খত দে করিসনে এমনকায। তিলেতা বাদাইত জন্য হোলে আজ॥ শুনিয়া পলায় ভৃঙ্গ পেয়ে বড়লাজ। বলে ক্ষেমাকর কুমদিনী যাট করেছি কায॥ জনকরে এসেছিনু মনযাশে তোর ... সতী খাঁটিস কিছু আছে তোর ভ্রমর॥ যাহউক এ ন্দিসনে আর ভ্রমরেরতরে। এখনি আনিয়া দিবে যথাপাই তারে॥ এতবলিদে চলে ভৃঙ্গুল ভৃঙ্গ অন্বেষণে। ভ্রমন করিয়া তবে ভ্রমে স্থানেং॥ এথা ভৃঙ্গ অভিমানি হয়ে অতিশয়। এক স্থানে বসিতবে ভা বিছে বিদয়॥ কেমনেতে বাকসের মধু করি পান কে এমন সুরিদ আছে কহিবে বিধান॥ এইরূপ অলি মনে ভাবিতেছে বসি। হেনকালে ভৃঙ্গুল উপনীত আসি॥ দেখে মনের খেদে বসিয়াছে ভৃঙ্গবর। ভৃঙ্গুল আসিয়া তারে জিজ্ঞাসে সত্বর॥ বলে কহ ভৃঙ্গ বন্ধু এথা কিকারণ। কিকারণে দেখিতব মন উচাটন॥ তবগৃহে গিয়েছিলাম তব অন্বেষণে দেখিলাম কুমদিনী আছয়ে রোদনে॥ অশ্রুধারা বহিতেছে তোমার কারণে। কোনকার্য্যে তুমি এথা ভাবিতেছ মনে॥ শুনি ভৃঙ্গ আদ্য অন্ত ভ্রমলে জানা নাই। বাকসের হাতে যেরূপেতে অপমান॥ বলে মধুপান তারকিদ করিবারে পারি। তবেজন্মশোধ মন আশা পুরয়ে আমারি॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল যৎ।

আমার কে এমন সুহৃদ আছে। তাহারে মিলায়ে দিলে প্রাণ বাঁচে॥ যদি কুলান সুভ ক্করী, তবে মধু পান করি, নতুবা প্রাণ ইবি শ্যাব ভাবিতেছে। কিবা মন্ত্রের সাধন, কি শরীর হয় পতন, করিব তাবে মধুপান, বলি তব কাছে।

তখন শুনে ভৃঙ্গের মনোদুঃখ, ভৃঙ্গের হলো দুখ বলে শুন শুন কে বরেন। এরূপ করিলে পরে, অনায়াসে পাবে তারে, হবে তব সকার্য্য সাধন॥ ওই দেখ কামিনীবন, করহ ত্বরায় গমন, বাকসের সম্বন্ধে যোগ হয়। কুট্টনীর শিরোমণি, সকল করিতে পারেন উনি, ত্রিভুবন এক করেন জয়॥ উহার নিকটে যদি সাধন, হবে তব কার্য্য সাধন, এতবলি ভৃঙ্গ চলিল। শুনি ভৃঙ্গ এ কথায়, করে যেন শশী পায় অলিরাজ গমন করিল॥ যথা আছে কামিনীবন, গলায় দিয়ে বসন, দোহাই দিয়ে বলিছে তাহারে। শুন২ হে কামিনী, দয়া যদি কর তুমি, তবে প্রাণ পাই এ ভব সাগরে॥ শুনে কামিনী হেসে কয়, কহ ভৃঙ্গ কি আশয়, আসিয়াছ আমার সদন। যদি হয় অসাধ্য কাম সাধিব হে অলিরাজ যদি আসি নিলে হে শরণ॥ কারে নাহি ভয় করি, সবে তুচ্ছ জ্ঞান করি, কটাক্ষে মুনির মন ভুলে। কোন ছার তুচ্ছ নারী, ইঙ্গীতে পা

রি, ছলে আনি দেবকন্যা তুলে॥ নররক্ষ তক্ষ্যে, শ্যাব মান্য, সবে আমায় বলে ধন্য, বিপক্ষতা যার পক্ষে। ইন্দ্র চন্দ্র আদিকরে, তাহারে মানিনের, কি ছুতে নাশায় সেই রক্ষে॥ তখন শুনে কামিনীর বাক্য ত্বরা, বলে দুষ্কধারী এ, আপনার মত অন্য কত। তুমিহে সকলি পার, অসাধ্যনাই হে তোর, বকমধ্যে সৌরভে পূর্ণিত॥ জ্ঞানেযেন বৃহস্পতি, মানে যেমন কুরুপতি, ধনে যেমন কুবের সমান, বলে যেমন বৃকোদর, বর্ত্তেযেন পুরন্দর, রণে যেন পার্থ বলবান॥ প্রতাপে যেন দশানন, তেজে যেন হুতাশন, রূপেতে যেন রত্নাবলী। সাবিত্রী জিনি যা সতী, স্থিরতায় যেন ক্ষিতী, সেইরূপ তুমি গুণশালী॥ অতএব যাহাতে হয়, ভুলায়ে তারে নিশ্চয়, হস্তগত করিদেহ মোরে। যতকাল প্রাণে বাঁচি, কিবা তব গুণগান, বাড়াইব সকল ঠাঁই এই তোমারে॥ শুনে কামিনী হাসি হাসি, মাসতে করিয়া বসি, বাকসের গলায় বাঙ্কিল। না দেখিয়া ভুজঙ্গে, বাকস ভাবে অন্তরে, অলিরাজ কোথা পলাইল॥ হায়রে প্রাণনাথ, বলি শিরে মারে আঘাত, প্রাণযায় না দেখে তোমায়। এতবলি স্থানেং, ফিরে বাকস অন্বেষণে, দেখিল তারে কামিনীতলায়॥ দেখিয়া আনন্দমতিঃ বলে এসো প্রাণপতি, মধুপান তোমারে করাইব। তুমিনা খাইলে মধু, কে আর খাই

বে যাচ্ছ, কারে এ যৌবন দান দিব ॥ নিজ কুলে এতবলি, বসাইল লয়ে অলি, দেখি অলিরাজ আ-নন্দিত। ঘন ঘন মধু পানে, আনন্দিত হয়ে মনে, গাইছে নূতন টপ্পা গীত ॥

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

আইল বসন্ত পুত্র বিরাজে তব শরীরে। কাঞ্চন ভুষণ যেন,ঝঙ্কারে ভ্রমরাগণ, কোকিল কণ্টক ভিতরে। করিচন্দন লেপন, পোরেছ পীত বসন, প্রকাশে কুসুমবন, রজনী অন্তরে। তব গমনাগমনে, বহে মলয়া পবনে, ভীতহয়ে শীতযায় দুরে ॥ মহেশচন্দ্র বির চন, হেরমা প্রীয়ে বদন, তবমুখ চুম্বন, ক-রিলে দুঃখ যায় দুরে ॥

ভৃঙ্গুলরাজ এথায়, পদ্মবনে মর্দ্দযায়, কুমদীরে ক হিছে বচন। শুন শুন কুমদিনী, দেখিয়ে এলেম আমি, অলিরাজে বাকসের বন ॥ হয়েগেছে কদা কার, নাহিক আর সে আকার, যেনদেখি বাদুলের প্রায়। সদাই বলিছে মুখে, বাকসমধু খাব সুখে, যদি কালী কুলান আমায় ॥ শুনে গজ্জে কুমদিনী ভৃঙ্গুলে বলিছে বাণী, চল কোথায় দেখি গিয়া তা রে। আমার মধু না ভাললাগে, পরের মধু রলেগে ফেরেবেটা দুয়ারে২ ॥ এতবলি ক্রোধভরে, ভৃঙ্গুলে

র সমীস্তারে, গিয়াদেখে বাকসের বনে। দেখি কু-
দীর অঙ্গজলে, রেগে রেগে ভৃঙ্গেবলে, ওরে ভৃঙ্গ
এইছিল কি মনে ॥ খোগের বাসা বাঘেরঘরে, দে-
খিব তার কেমনকরে, ইচ্ছাহয় বিষখেয়েমরি আগে।
মহতহয়ে হোলি নিচু, লজ্জা নাহি হলোকিছু, এই
মুখে মোর মধুখাবে তুমি ॥ ওরে বেটা নেমকহারা-
ম, এথা বয়েছিস করিতে আরাম, আগত হয়েছে
তোর শমন। এতবলি করি গুমর, ধরেগিয়া ভৃঙ্গে-
র কোমর, দেখি অলি করে পলায়ন ॥ পাছেপাছে
যায় কুমদিনী, যেমমত্ত মাতঙ্গিনী, পলাতে নাহিক
আরপারে। গলায় দিয়ে বসন, কুমদীরে অলি কে-
মাটহয়েছে বলি পায়েধরে ॥ পদেতে ধরিতে শশী
ভুলেগেল কুমদিনী, রাগগেল হেসে কথাকয়। আ-
নন্দ হয় অন্তরে, নিরানন্দ গেল দূরে, অলি মধুপা-
নে বস্ত হয় ॥

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল হৎ।

নিরানন্দ গেলদূরে হলো দোঁহার সুবদয়।
ষড়রস প্রকারে মধু নলিনী ভৃঙ্গে যোগায়
গুঞ্জে২ ফিরে অলি, স্তবকে২ কলি, আনন্দে
তে অলিরাজ সুখে বাজনা বাজায় ॥ যত
সব ভেরি মেরি, মুচেগেল জারি জুরি, আ
নন্দেতে কোটী ভারি, আসকেপ্রাণবাচাদায়
ইতি পাদ্মিনীর বিরহ সমাপ্ত।

বিধবাবিবাহ নামক
পাচালী গ্রন্থ।

গুণবতীর শুনি বাণী, কেদেবলে ভবানী, একিদুখ ফেটে বুক দিদী। বিধবা বিবাহ বিধি, শাস্ত্রে এমন আছে যদি, প্রতিবাসী কেন প্রতিবাদী॥ সে বলে জাননা সই, যারাকরে টেরাসই, তাদের কথায়কত কলহ। লিখেছেন বিদ্যাসাগর, সেকালে বিধবার সাগর, কোটি কোটি কটি তোরে বলব॥ এতদিন ছিল ছাপা: এখন হয়েছে ছাপা; চাপাকি আর থাকে চিরকাল। পুরুষে করেছে শাস্ত্র, রমণীর গলে অস্ত্র, দিয়েগেছে পুড়িয়ে কপাল॥ দেখলো দিদী একি মজা, আপনাদের পক্ষে খাজা, আমাদেরি পক্ষে ভাজাচাল॥ পুরুষে নুতনতরি; তাহে দুবো ধ কাণ্ডারি, দশদাঁড় তার উপরেপাল॥ আমাদের একদাঁড়ি. সেও আবার আনাড়ি, কাযেং কাযে চলেনা। মাজি যদি মরে ডুবে, চিরকাল মরিভেবে দোসরা মাজি শাস্ত্রেতে বলেনা॥ পুরুষেতে শতাবধি, বিবাহ করেলো যদি, তাতেও দোষনাই একি শুনি। আমাদের মলে ভর্ত্তা, ভবেই শুধায় আত্তা, আর তারে পাইনে সজনী॥ এ শাস্ত্র কি মনেধরে থাকি বিরস অন্তরে, কোন জেতের আছে এমনধারা। ইংরাজ কি ফরাসী; নাহি তাদের দুখরাশি, পতিমলে পতিপায় তারা॥ শুন্তেপাই, মুসলমান

অংশের ঘুচেনা মান, বিধবা হইলে পুনর্বিয়ে। চিন দেশের প্রাচীনে তারাও পণ্ডিতের চিনে, বাচিয়ে গো এদেশ দেখিয়ে ॥ কাফরি কি মগ মোগল, তা রাও করেনা গোল, কতগোল এইদেশে সব মধ্যে বলি কি রুসিয়া, বেক্‌রুম কিরুসিয়া, দেদে ও বিধবা বিয়ে জানি ॥ দেখেশুনে বিদ্যাসাগর টাবেন বিধবার নাগরঃ খেতিবাদী নারোজনে ওলো দিদী হায় হায়, ঈশ্বর যার সহায়, বিয়ের মাঝেতে কারে ভয় ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল কওয়ালি।

এতদিনে অঘটন ঘটিল। বিধবারবিরহ বিকার বিদ্যাসাগর কাটিল ॥ ঈশ্বর কৃপায় বিধবার বর যুটিল, প্রকাশ হইয়া ভুমুরের ফুল ফুটিল, রসের মোহানছুটিল, সুখের তারা উঠিল, হবে কি হইয়াগেছে দেশেং রটিল ॥ বিধবা বিষম ব্যাধি জলে জলে কায়লো, বিদ্যাসাগর বৈদ্যহয়ে সে ব্যাধি ঘুচায়লো, সুখেতে নাচায়লো পতিকে নাচায়লো, আবার পরালে সিন্দুর কোরে পরিপাটিলো ॥

এক বিধবা নামেতারা, অলপদিনেপতিহারা, কে দে বলে হয়েসারা, কবদুখ আরকত। যেদিন মরে গেলেম, প্রাণপতি হারাইলেম, সেই অবধি

রাগিণী কালনেংকড়া তাল একতালা।

জল আনিতে গিয়ে আজ কি শুনিলাম সজ্ঞ নী। বিধবা বিবাহেরপুঁথিপড়িছেন শিরো মণি॥ একাদশীর উপবাসে, মনছিলনা থাকতে বাসে, বিদ্যাসাগর অনায়াসে, ভা সালে তরণী॥ শুনেযালো ওলো সোণা, পরব কাণে কত সোণা,পূর্ণহবে বাসনাপাব গুনমণি॥ আহ্লাদে প্রাণ কেমনকরে, আ বার সোব বাসঘরে, কতজ্বালা দিতমোরে পাপ ননদিনী॥

শুনে এক ধনীবলে তোদের কথায় অঙ্গ জ্বলে অঘটন কভু কি সম্ভবে। বিধবাদের বিয়ে হবে, ব ধিরে শুনিতে পাবে, বোবায় পঞ্চম স্বরেগাবে। বানরে করিবে নৃত্য, প্রফুল্য হইয়া চিত্ত, গাভীতে উঠিবে বৃক্ষডালে। প্রকাণ্ড হস্তীর তুল্য, পিপীলিক র হবে মুল্য, ভেক যে বসিবে শতদলে কাকের হবে গৌরবর্ণ, নীলবর্ণ হবে স্বর্ণ, সেওড়াগাছে ফলি বে দাড়িম্ব। জলেতে জ্বলিবে আগুণ, বীছি হীন হবে সেগুণ, মধুর ন্যায় মিষ্টহবে নিম্ব॥ গাঁজা ভাং চরস মদ্য, হবে অতি সুখাদ্য, বৈদ্যহবে অহ ঙ্কার ছাড়া। মিথ্যাবাদী হবে সাধু, সাপের বদনে মধু, শৃগালদিবে সিংহকেতাড়া॥ অসম্ভব এই সব হয় যদি সম্ভব, তবে হবে বিধবারবিয়ে। শুনেতার

বাক্য শর; একধনী বলেশর, ভোরকথায় জ্বর এসে পায়ে॥ করে আছি বড় আশা, ভুইয়ে হলি আশা বশা; থড়গদিয়ে নাশাকাটি তবে। বক্রনন চক্রপাণি, রাজেশ্বর কোম্পানি, তাইজানি পাণিগ্রহণ করে॥ করেযদি আইন জারি; রবেনালো কারুজারি, বালির বাঁধ সাগরেকি টেকে। হলেপরে বজ্রাঘাত, ধরে রাখবে পেতেহাত, এমন পাগল আছে কে॥ পাচনবাড়ি হাতেলয়ে, কামানের কাছেগিয়ে যুদ্ধকরা শুদ্ধ খেয়াল দেখা। পঞ্চাশটি বর্ণ শিখে অধ্যাপককে এনে ডেকে, বিচারকরা গালে কালী মাখা॥ হইলে দক্ষিণে হাওয়া, ফুদিয়ে কিরায় দে ওয়া: সেটা কেবল ক্ষেপামো প্রকাশ। অগনিবক্ত আসছে গুলি, ঘোরমুর্খ কতকগুলি, এসনাবলি তা দারে করবে নাশ॥ সাগরের উদযোগ, তাহাতে রাজার যোগ, গোলযোগ হবে কিসে বল। মিছরির সঙ্গে মধু; বিদ্যুতের সঙ্গেবিধু, সুবাতাস তায় দোয়াকল॥ একেতো সাগর ঘোর, তাহাতে তরঙ্গ জোর, শীতকাল তাহে আবার বরষা। একে আম্র মধুমাখা, তারকাছে ক্ষীররাখা, গলাকেটে তার উপরে বরশা॥ একেকামানের আওয়াজ, সেইসঙ্গে পড়লো বাজ, একেজীর্ণ তার উপরে রোগ। একে বাতিকেতে ক্ষীণপ্রায়, তার উপরে বিষ খাওয়ায় জরের সঙ্গে পীলে দিলেযোগ॥ রূপের কাছে গে

লে গুণ, বৃদ্ধিহলো শতগুণ, একে গ্রীষ্মতায় অগন্তাপ। একেজল অতি গভীর, তাহে যুটলো কুম্ভীর বাঘের সঙ্গে যুটলো গিয়াসাপ॥ একে বিদ্যাসাগর তায়, কোম্পানির আজ্ঞাপায়, বিধবার বিবাহ আরকি থাকবে। দিনকত হবেগোল, তারপরে সুমঙ্গল, আছে কারনাধ্য ধরেরাখেব॥ নষ্টেমৃত এ পঞ্জিতে, এইবচনে গেছে জিতে, শুনেএসেমগিয়ে ওপাড়াতে। যারা এখন প্রতিবাদী, পরে তাদের হবে দিদী, বিধবা বিয়ের মন্ত্র পড়াতে॥

রাগিণী সুরট। তাল কওয়ালি।

বিধবার বিবাহ আরকি থাকে সই। আজি কালি যদি নাহয় হবেলো দুদিন বই॥ বালকে পড়িতেযায়, ক্রমেতে সুনীতি পায় একেবারে কে কোথায়, আকাশে লাগায় মই। রোপিলে বীজ ভূমেতে, অমনি ফল কি ফলেতাতে, একেবারে পৃথিবীতে, রাজত্ব পায় কেবা কৈ। অঙ্কুর হইলেপরে অবশ্য ফলধরে পরে, গঞ্জনাদেয় ঘরে পরে, আশার কিবল সয়ে রই॥

বিধবার কথাশুনি, একসধবা বিরহিণী, কেঁদেবলে অঙ্গ-জলেযায়লো। ছিল তোদের বহু পুণ্য, তাই হবে বাঞ্ছাপূর্ণ, আমাদের কিহবে উপায়লো॥ আমিত সধবাবটেঃ কাযেতে বিধবাবটেঃ স্বামির সহ

দেখ। বিয়ের রেস্তে। পতিলে অতি পামর, শত স-পতিনী মোর, কারমনরাখবে অধঃপেতে॥ লোকে বলে আছে ভাতার, নাপেলেম তাহারভার, সাগর এপক্ষেনন রাজি। পরিচয়ে সধবা হই; কই সধবা র চিহ্ন কৈ, নামে পোয়ালা জঙ্গলেতে রাঁজি॥ রা-ভের বিয়ের অঘটন, তাই ঘটাতে হলোমন, সবা-কার পতিথাকতে নাই। এপক্ষে হলোনা কেউ, সা গরে খেলেনা ঢেউ, ওলো দিদী কিহলো বালাই॥ উহু উহু মরি মরি; বিরহি সধবা জ্বরি, ভাসাতে সা গরে চড়াদেখি। একজনের শতনারী, তাদের দুঃখ সইতেনারি, তাপনারি দুঃখ দেখে সখী॥ মনো-যোগী হয়েদিদী, বিদ্যাসাগর যদি, চান এই অভা গীর প্রতি। তবেই ভারতবর্ষে, অবিরত সুখাবর্শে হর্ষে থাকি লয়ে প্রাণ পতি॥ এ সধবা বিরহিনীর অবিরত চক্ষে নীর, কে ঘুচায় কেপুচায় কৈ। কারে বলি কেবাচায়, সাগর যদি বাঁচায়; নাগর দানে তে ওলো সই॥ বিয়েকরে হয়না আশা; ক্রমেক্রমে রয়না আশা; সেবিনে ভবন হয়বন। ঈশ্বর সহায় নরে; ঈশ্বর চাহিলে ফিরে, নিঃস্বর ঘরেতে হয় ধন বিধবাদের দুখে যে মন, দুখি ঈশ্বরের মন, তেমনি নে সবাদের পক্ষে। একজনের একভার্য্যা, হোলে তু সৌভার্য্যা, উভয়ের কেউভাসেনা দুঃখে॥

রাগিণী কাল নেঙ্গড়া। তাল একতালা।

সধবা বিরহী আমি ভিন্নঘরে রইলো।
বিধবা যদ্যপি হচ্ছেন পতিপেতেম সইলো।
এপক্ষে আয় একষ্টবলেনাঃবিদ্যাসাগর ঢেউ
খেলেনা, ওলো দিদী আরচলেনা, ভূতের
বোঝা বইলো ॥ একিবিপদ হায় হায়,যদি
মরি পিপাসায়, কপাল দোষেসাগর শুকায়
জালাকায় কইলো ॥ নয়নে বহিছে ধারা
বিধির বিচার কেমনধারা, সধবা বিরহী
যারা, তাদের পতি কৈলো ॥

বিধবা বিবাহ সমাপ্ত।

কোক্তো বাবুদিগের চরিত্র
নামক পাঁচালী গ্রন্থ।

হায় কি আশ্চর্য্য কাণ্ড, যতসব ঘোর পাষণ্ডঃ কর্ম্ম
কাণ্ড দিয়ে বিসর্জ্জন। বলে কেন মরাগরুর কাটিব
ঘাস, বলে করেন উপহাস, ভাবেন আমরা বুদ্ধে
বিচক্ষণ ॥ পড়ে পাতদুই ইংরাজি বই, সদাই ঐ
কথাবই,বাঙ্গালা কথা বলেননা আর মুখে। বসেন
নাক বেঁকিত চেয়ার,সদাই মুখে ডোনকেয়ার,সভ্য
হয়েছেন সহরেতে থেকে ॥ হয়যদি যথার্থ বিদ্যা
তবেতার মননধো, কুসংস্কার কদাচথাকেনা। অল্প
বিদ্যা হলেপরে, অত্যন্ত মাতঙ্গাপরে, অহঙ্কারে মা
টিতেপা দেননা ॥ ভোজন করেন পায়েযুতো, টে

ডেকে বলেন সামান্যসুতোং জ্ঞানকরেন জ্ঞানশূন্য গণ। ভাবেন বুদ্ধে আমরা পরিপক্ক, নাই বাপের সঙ্গে সম্পর্ক, বেশ্যালয়ে করেন কালযাপন ॥ যদি বাপ একবার বাসায় যান, একটা পান খেতে না পান, ছুটবলে দেন দুষ্টভিক্ষেন থেকে। কিন্তু বাবুর কালিয়েকোপ্তা তৈয়ের হলো, বাবুর্চিতে লয়ে এল খেতেবসেন এয়ার চব্বিশজেতে ॥ এখন হয়েছে ইংরাজি চাল, খান্না আর দিশিচাল, আসনে বসে ন না ভোজন কর্ত্তে। বলে ব্যঞ্জন নিতে খামচেং, পরিশ্রমে গা ঘামিছে, চামচেহল্লেসুবিদা হয় খেতে বাবুর হোথাঘরে মাতাপিতে, পায়নাখেতে দুখে তে, অন্নবিনে ছিন্নভিন্ন কায়। কিন্তু বাবুর গায়ে জামেয়ার, এয়ার এলে কর্মহিয়ার, বলে অমনি সে কেন করেন তায় ॥ যদি বাসায় জ্ঞান পিতে, অমনি হয়ে কুপিতে, চক্ষু রাঙ্গায়ে বলেন হিন্দিবাত। কে য়ায়াস্তে হামারা পাশ, যাও বুড়া আপকোবাস রহেতোম হিয়া আওমত ॥ তখন কোন ইয়ার এলেপরে, যদি বাবুকে জিজ্ঞাসাকরে; হুইজ দিস ওলডম্যান। বাবু উত্তরকরেন তাকে, ও আমার বাটিতে থাকে, কাযকর্ম্ম করেন খেতেপান ॥ অদ্য একপত্র লয়ে, এসেছে ভাই ব্যস্তহয়েঃ আজি ওরে বিদায় কর্ত্তেহবে। বলে একটি টাকাদিয়ে, খানসামারে দেন পাঠায়ে, শীঘ্র বলঘরেযেতেহবে ॥ পরে

এয়ার এসে চেয়ারপেতে; ধরেহাতে সঙ্গ মেতে, যে
জের উপর খানার উদযোগ হয় ॥ খানার বিষয়
সাঙ্গহলে, মুখহাত মুছে রুমালে, পরস্পরকথাবার্ত্তা
কয় ॥ কম হিন্দিবাতবলি, কতকবা ইংরাজি বুলি
কতক বাঙ্গালা সাধু ভাসা গদ্য। সাইকেও তোমা
য় বলি, আইএম ভেরি মিলনকলি, উপস্থিত হলো
মাতৃ শ্রাদ্ধ ॥ উক্তদাউট শেরদিশসন, হয়না দশটি
টাকার কম, গেল্লাজান হয়রান হলোভাই। নাক
রিলে গ্রামের লোকে, ভদ্রলোকের সম্মুখে, নিন্দা
করবে ভাবছি খগেতাই ॥ নস্ত সিদ্ধান্ত মহাশয়,
লবং এই আশয়ঃ ঐ পন্থায় সদাব্যতিব্যস্ত। জেলে
কাচার বাস্তুচাল, হয়না কিছু বেচাল ঐ বিষয়েতে
ভারিকস্ত ॥ কেও শ্রাদ্ধে ব্যায়করা অলবেইনঃ সে
টাকায় একবোটল ওয়াইন, আনন্দে খায়েস লেয়
যায় ডুবেলা। বাটীতে আছে পরিবার, তাইতে
যাব একবার, নতুবা যাইত কোন শালা ॥

ইতি পঞ্চকল্যানী পাচালী সংপুর্ণ ॥

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণ লোকদিগকে জ্ঞাতকরা যাইতেছে
জিনি এই পুস্তক পুনর্ম্মুদ্রিত করিবেন তাহাকে
আইন অনুসারে দাবিতে আসিতে হইবে ইতি

শ্রীগৌরী চরণ পাল ॥